বামাবোধিনী পত্রিকা

১১শ কল্প—১ম ভাগ।

১৩২৩ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 633. May, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৩ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৩। মে, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

গেহ-কুঞ্জে।

কে এলো তব গেহ-কুঞ্জে?
শুকানো তরুর গায়ে জাগে পুলকাঙ্কুর
মধুময় মঞ্জরী-পুঞ্জে।
অশোক রঙীণ হলো চরণ-পরশ পেয়ে,
বকুল আকুল তার মুখ-মধুরসে নেয়ে,
অলক-পবন লভি অলিকুল আসে ধেয়ে,
নয়ন-সরোজ ঘেরি গুঞ্জে।
হাস্তে তাহার ঐ অমিয়ার ধারা ক্ষরে,
রক্ত শিলায় যেন কুন্দ ঝরণা ঝরে,
মরাল-কণ্ঠে বাজে, পল্লব মরমরে
মঞ্জীর রুণু ঝুনু রুণ যে!
শুনিয়া অমিয়া-বাণী বিহগ চেতনা পায়,
বেহাগ পূরবী ভুলি প্রভাতী সাহানা গায়,
অঞ্চল-বায়ে উড়ি চঞ্চল ঘুরি ঘুরি
প্রজাপতি ফুল-মধু ভুঞ্জে।

শ্রীকালিদাস রায়।

নমিতা।

বসন্তের সায়াহ্ন; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের স্তিমিতস্মিত জ্যোতিটুকু তখনও গাছপালার উপরে জাগিতেছিল। লঘু-নেশার আবেশ-মত্ত মাতালের মত বাতাস টলিতে টলিতে লতা-পাতার বুক ঘেঁসিয়া পুলকের শিহরণ উৎপন্ন করিয়া যাইতেছিল। আকাশের কোলে বিচিত্র বর্ণের রঙিন মেঘের স্ফূর্ত্তিময় লুকোচুরী-খেলা চলিতেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি যেন মধুর অবসাদে স্তব্ধ—তন্ময় হইয়া ঝিমাইতেছিলেন।

মধ্য প্রদেশের···সহরটিকে আমরা করম-গঞ্জ নামে অভিহিত করিব। করমগঞ্জ সহরের অপেক্ষাকৃত বসতিবিরল স্থানে ··চিকিৎসালয়টি স্থাপিত। চিকিৎসালয়টি আয়তনেও প্রকাণ্ড এবং উহার সম্মানও যথেষ্ট, কারণ এখানে 'ইণ্ডিয়া মেডিকেল সার্ভিস্'-উপাধিধারী একজন ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে দুইজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন এবং একজন পরীক্ষোত্তীর্ণা ইংরাজ-মহিলা ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দুইজন দেশীয় শুশ্রূষা-কারিণী ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ঔষধ প্রস্তুত-কারক এবং অপরাপর ভৃত্যবর্গও যথারীতি আছে।

বৈকালের কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থ বড় ডাক্তার বা ছোট ডাক্তারদ্বয়ের কেহই তখনও আসেন নাই। কম্পাউণ্ডারগণের মধ্যে প্রধান কম্পাউণ্ডার—সুরসুন্দর তেওয়ারী সেই মাত্র আসিয়া হাঁস-পাতালে পৌছিয়াছে, অন্য কেহ আসিয়া পৌছে নাই।

সুরসুন্দর তেওয়ারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, বয়স—চব্বিশ পঁচিশের বেশী নহে। চেহারা একহারা শীর্ণ; অতিরিক্ত শ্রমশীলতা এবং উপযুক্ত আহারাভাবের জন্যই বোধ হয় দেহ যৌবনোচিত-পুষ্টি-হীন। বর্ণ—রৌদ্রদগ্ধ অনুজ্জ্বল গৌর। মাথার চুলগুলি স্বভাব-কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ, কিন্তু অযত্ন-বিশৃঙ্খল; মুখশ্রী মনোহর, ললাটে বুদ্ধিমত্তা, নয়নে করুণা, এবং অধরে সরলতার চিহ্নসমাবেশে মুখে পুরুষোচিত স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিতেছে। পরিধানে হিন্দুস্থানি-ধরণে পরিহিত আধময়লা ধুতি, গায়ে একটি ডোরা-কাটা কোট, পায়ে সদ্যঃ খড়ি-সংস্কৃত সাদা ক্যাম্বিশের জুতা, মাথায় একটি গাঢ় নীল-রঙের ছোট টুপী বাঁকা করিয়া বসানো।

বাগানের ছোট রাস্তার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সুরসুন্দর হাঁসপাতালের সাম্নের সিঁড়িতে উঠিতেছে—দেখিল একটি আট নয় বৎসরের সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বালক বারান্দার সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। বালকের পরিধানে ফরসা পাঞ্জাবী এবং একখানি কালা-পেড়ে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে চটি জুতা। সুরসুন্দর এখানকার কাহাকেও চিনিত না, কারণ সে আজ কয়দিন-মাত্র এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে। অনুমানে বুঝিল বালক বাঙালী ডাক্তারবাবুদের কেহ হইবে; সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সস্মিত-নয়নে বালকের পানে চাহিয়া সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল—"কা'কে খুঁজ্‌ছ খোকা?"

বালক তাহার অযাচিত আপ্যায়নে বিস্মিত হইয়া নীরবে দুই মুহূর্ত্ত তাহার মুখপানে

চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল, "সমুদ্রপ্রসাদ সিংকে খুঁজ্চি।"

সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "কম্পাউণ্ডার সমুদ্রপ্রসাদ ?"

"হাঁ, আপনি তাকে চেনেন ?"

"চিনি, কিন্তু সে এখনও আসে নি।"

"আসে নি ?"— বালক ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ভাবে সুরসুন্দরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তার পর আগ্রহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আপনিই কি হেড্ কম্পাউণ্ডার শিউশরণের জায়গায় এসেছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "হা খোকা, আমি শিউশরণের জায়গায় এসেছি ; তোমার সঙ্গে শিউশরণের আলাপ ছিল ?"

অপ্রসন্নভাবে সজোরে মাথা নাড়িয়া বালক বলিল, "না তিনি আমাদের কারুর সঙ্গে কথা কইতেন না।"

সুরসুন্দর বালকের প্রবল মস্তকান্দোলন-ভঙ্গী দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, নিকটে আসিয়া সস্নেহে বালকের কচি-কোমল মোটা মোটা হাত দুইটী মুঠাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা ?"

"আমার নাম শ্রীসুশীল কুমার মিত্র,—আচ্ছা আমার দিদি মিস্ নমিতা মিত্রকে দেখেছেন তো ?—" বালক সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে চাহিল।—

"নমিতা মিত্র ?—কই, নাম শুনেছি, মনে হচ্ছে না ত ?"

আপনাদের ফিমেল ওয়ার্ডের নার্শ ?

"ওহ্, তা হবে খোকা, আমিত এখনও এখানে কাউকে চিনি না,—মোটে তিন দিন এখানে এসেছি, কাজকর্ম্ম নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি…।

বালকের মুখের উদ্বেগ-চিহ্ন মিলাইয়া গেল, আশ্বস্তভাবে সে বলিল, "মোটে তিন দিন ? অ!—তাই বলুন—" ; যেন এতক্ষণ সে সুরসুন্দরের এই অজ্ঞতার মধ্যে আর একটা কোন কিছু দুশ্চিন্তা-জনক বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিল! হাসি-মুখে বলিল "আচ্ছা, আপনি আমাদের বাড়ী কোথায় জানেন ?"

সুরসুন্দর হাসিয়া মাথা নাড়িল। যাহার নাম পর্য্যন্ত সে অজ্ঞাত, তাহার ধাম জ্ঞাত হওয়া তাহার পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, সে হিসাব, বালকের নিকট অনাবশ্যক বোধে, চাহিল না ; প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ খোকা, দেশে ঠিক তোমার মত এত বড় আমার একটি ছোট ভাই আছে।"

বালক তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সুধাইল, "তার নাম কি ?"

"তার নাম—প্রেমসুন্দর।"

"প্রেমসুন্দর।" —বালক ক্ষুণ্ণভাবে দৃষ্টি নত করিল ; বোধ হয়, তাহার আশা ছিল যে, আকৃতিগত সাদৃশ্যের সহিত নামগত সাদৃশ্যও অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাহাকে দমিয়া যাইতে দেখিয়া সুরসুন্দর তাহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা খোকা, তুমি ফুল ভালবাস ?—নিশ্চয় ভালবাস কি বল ?"

প্রশ্নটার অন্তরালে অনেকখানি মিনতি-ভরা অনুরোধের সুর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বালক যদিও তখন ফুলের জন্য লেশমাত্র

উৎসুক ছিল না, তথাপি সুরসুন্দরের কথায় তৎক্ষণাৎ আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, "ফুল!—হাঁ ফুল আমরা সবাই খুব ভালবাসি। গোলাপ ফুল তো?—"

একটু নিরুৎসাহভাবে সুরসুন্দর বলিল, "গোলাপ ফুল তো নয় খোকা, কামিনী ফুল; কামিনী ফুল বোধ হয় তুমি ভালবাস না?"

সুশীল সাগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ তাও ভালবাসি।"

সুরসুন্দর নিজের মাথাটি বাঁ দিকে হেলাইয়া সুকৌশলে টুপিটা ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল। সুশীলের সম্মুখে টুপিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও সুশীল বাবু,"—

সুশীল দেখিল টুপির অভ্যন্তরভাগে কতকগুলি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সুগন্ধ-বিস্তারী কামিনী ফুল রহিয়াছে! সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বা, আপনি তো বেশ মজা করেছেন, ফুল শুদ্ধ টুপিটা মাথার পরে আছেন!—আচ্ছা দিন্ না, আমি একবার টুপিটা পরি?"

"পর"—সুরসুন্দর সহাস্যমুখে বালকের অনুজ্ঞা পালন করিল। টুপিটা তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। বালক পরম প্রীত হইয়া দুই হাতে নিজের টুপি-পরা মাথাটার চারি দিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল; সাগ্রহে বলিল, "কেমন দেখাচ্ছে বলুন দেখি?"

"বেশ দেখাচ্ছে সুশীলবাবু,—চমৎকার দেখাচ্ছে; এখানে আয়না নেই, না হলে—"

সকৌতুকে হাসিয়া সুশীল বলিল, "তবে আর কি, আমি তা হলে টুপিটা নিই,—আপনি আর এ নিয়ে কি করবেন?"

"কিছু না, স্বচ্ছন্দে নাও!—" সুরসুন্দর বালকের অসঙ্কোচ সরলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

ঠিক সেই সময়ে সম্মুখের ফটকের রাস্তায় হাঁসপাতালের ফিমেল্ ওয়ার্ডের মিড্‌ওয়াইফ্ প্রৌঢ়া মিস্ স্মিথ এবং একজন শুশ্রূষাকারিণী সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাওয়া গেল। সুরসুন্দর মিস্ স্মিথকে চিনিত, কিন্তু যুবতীকে চিনিত না, চিনিবার আগ্রহও ছিল না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পথ ছাড়িয়া কম্পাউণ্ডার-দিগের গৃহের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে সুশীল বলিল, "আপনার টুপিটা—"

চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "ফুলগুলো যে ওতেই আছে, ওটা তুমি—"

"না—না"—বলিতে বলিতে সুশীল ঘাড় কাৎ করিয়া সুরসুন্দরের মত সতর্ক-কৌশলে টুপিটা খুলিতে গেল—টুপি খুলিল বটে, কিন্তু ফুলগুলো চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল! অপ্রস্তুত হইয়া মলিনমুখে সুশীল বলিল, "যাঃ! ফুলগুলো যে সব ধুলোয় ছড়িয়ে গেল!"

মমতাপ্রবণহৃদয় সুরসুন্দর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। সান্ত্বনা-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "দাঁড়াও সুশীলবাবু, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি—ধুলো লাগতে দেবো না—"

সুরসুন্দর ফিরিয়া আসিয়া বাঁ পায়ের হাঁটু ভূমে পাতিয়া,—বসিয়া পড়িয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল। সুশীল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি করা উচিত ভাবিয়া লইল। তাহার পর হাতের টুপিটা মাথায় চড়াইয়া—নিজের হাত দুইখানি খালি করিল এবং সুরসুন্দরের

পাশে বসিয়া সেও ফুল কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

মহিলাদ্বয় কথা কহিতে কহিতে আসিতে-ছিলেন, ইহাদের দিকে অত লক্ষ্য করেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া মিস্ স্মিথের দৃষ্টি ইহাদের উপর পড়িল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কৌতুকোজ্জল-মুখে সহাস্যে তিনি বলিলেন, "একি হচ্ছে এদের?—বাঃ, ফুল কুড়োনো হচ্ছে!"

"হাঁ—ফুলগুলো পড়ে গেছে, তাই"—সুশীল মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল। সুরসুন্দর কোনো উত্তর দিল না, নতমুখে ফুল কুড়াইয়া সুশীলের পাঞ্জাবীর পকেটে ঢালিয়া দিল। মিস্ স্মিথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছোট মিত্র, তুমি বোধ হয় ফুলগুলো আমায় দেবার জন্যে সংগ্রহ করছ?"

"নিন্ না—নিন্—" বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে পকেটে হাত পূরিয়া মুঠা ভরিয়া ফুল লইয়া মিস্ স্মিথের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। মিস্ স্মিথ পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সপ্রতিভ বালকের বদান্যতা দেখ্‌ছ নমিতা!"

নমিতা!—ইনিই সুশীলের দিদি!—সুর-সুন্দরের ফুল কুড়ানো মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত হইল। এতক্ষণ মিস্ স্মিথের সঙ্গিনীর জন্য সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করে নাই। কিন্তু এইবার আর পারিল না,—ঘাড় ফিরাইয়া উৎসুকদৃষ্টিতে চাহিল—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার নয়ন-যুগল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল!—ইনি নমিতা!

নমিতা ললিত-লাবণ্য-গঠিতা—স্নিগ্ধ-তরু-ণিমার জীবন্ত চিত্র! তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এমনই একটা কোমল কমনীয়তা আবেশের মত জড়াইয়া রহিয়াছে যে, সহসা তাহাকে দেখিলে নয়ন-মন আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়ে! সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল—ইনি এত সুন্দরী!

নমিতার বয়স উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। শরীরের গঠন একটু লম্বা, দোহারা—বেশ শোভন রমণীয় শ্রী-ব্যঞ্জক, চক্ষু দুইটি বড় বড়, নাসিকা সূক্ষ্ম সুন্দর; মুখভাবে নির্ভীকতা, দৃঢ়তা এবং কোমলতার চমৎকার সমন্বয়!—সৌন্দর্য্য বিকশিত! মাথার চুলগুলি কপালের উপর নামাইয়া পিছনে এলো-খোঁপা-বাঁধা। তাহার উপর 'ভেলের' আচ্ছাদন। পরিধানে একটি সেমিজ ও লেশের সম্পর্কবর্জ্জিত সাদা-সিদা ধরণের জ্যাকেট। সরু-পাড় কাপড়খানি বঙ্গ-মহিলা-গণের ন্যায় বেশ সুবিন্যস্ত-ভাবে পরিহিত। পায়ে জুতা-মোজা।

সুরসুন্দর দেখিল তাহাদের ফুল-কুড়ানোর কৌতুক-দৃশ্য দেখিয়া নমিতা নিঃশব্দে হাসিতেছে!—সুরসুন্দর আর ফুল কুড়াইল না, উঠিয়া পড়িল। হাতের ফুলগুলো সুশীলের হাতে দিয়া, পাশে স্তম্ভ-গাত্রে ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার পথ ছিল না, কারণ মহিলাদ্বয় সুশীলের সহিত গমন-পথের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন।

সুশীল তখন মিস্ স্মিথকে ফুল লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিল। মিস স্মিথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ফুল নিয়ে খেলা করগে বাবা, আমি এখন নিয়ে কেন মিছেমিছি নষ্ট করব……"

বালক সকৌতুকে হাসিয়া বলিল "কিন্তু ম্যাডাম, আমি যে এখুনি সত্যি-সত্যি নষ্ট করে ফেলব !—আচ্ছা, অন্ততঃ দুটো নিন্—"

"আচ্ছা, তাই দাও বাবা"—মিস্ স্মিথ গোটাকতক ফুল তুলিয়া লইলেন। নমিতা বিস্ময়-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "সুশীল, ও টুপিটা কার ?"

"এটা এঁর টুপি—" সুশীল চট্ করিয়া মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া সুরসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই নিন্।"

সুরসুন্দর বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। টুপি লইল না, কিন্তু মহিলাদ্বয়ের সম্মুখে বালককে স্পষ্টাক্ষরে কোনো অনুরোধও করিতে পারিল না। তাহার মনোভাব বুঝিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল. "না—না, আমায় মাপ করুন, আমি ঠাট্টা করে তখন বলেছিলুম.... আপনার টুপি নিন।"

এইবার নমিতার দৃষ্টি খুলিল। ব্যাপারটা বোধগম্য হইল চঞ্চল বালক রঙীন টুপিটির জন্য যে, ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রলোকের কাছে কোনো-রূপ লুব্ধতা প্রকাশ করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তাহার আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। নমিতা তৎক্ষণাৎ নিজে অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত হইতে টুপিটি লইয়া সুরসুন্দরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, এবং স্বভাব-সুন্দর সৌজন্যে বলিল, "না,—আপনার টুপি—"

যুবতীর আচরণে সহসা সন্ত্রস্তভাবে সুর-সুন্দর দুই হাত পাতিল ; আর 'না' বলিবার অবকাশ পাইল না।

অপরিচিত যুবকের হাতের উপর টুপিটা নামাইয়া দিতে লজ্জারক্তমুখী নমিতার হাত-খানি ঈষৎ কাঁপিল ! আত্মগোপন-জন্য ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মিস্ স্মিথের উদ্দেশে বলিল, "আসুন আমরা যাই।"

তাহার এই বিড়ম্বনাপূর্ণ গোপনচেষ্টাটুকু মিস্ স্মিথের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চল।"

পথ খালি পাইয়া মহিলাদ্বয়ের উদ্দেশে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সুর-সুন্দর একটু ত্রস্তচরণে চলিয়া গেল। সুশীল পিছন হইতে তাহাকে অনুরোধ করিল, যেন সমুদ্র প্রসাদ আসিলে সুশীলের আগমনসংবাদ তাহাকে জানান হয়। চলিতে চলিতে সুর-সুন্দর মাথা নাড়িয়া তাহার অনুরোধ-রক্ষার সম্মতি জানাইল,কিন্তু আর ফিরিয়া চাহিল না।

সুশীলকে বাড়ীর উদ্দেশে পাঠাইয়া নমিতা মিস্ স্মিথের সহিত ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা বারান্দা পার হইয়া চলিয়াছে, বামে সারি সারি রোগীদিগের কক্ষ। চলিতে চলিতে একটা গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা সহসা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল ! উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "ম্যাডাম এই রোগীটি যাতনায় বড় ছট্‌ফট্ করচে, বুকের ব্যাণ্ডেজটা খুলে গেছে—একবার দাঁড়ান—।"

মিস্ স্মিথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে পাশের কক্ষে ঢুকিল। মিস্ স্মিথও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। সে-ঘরে দুইজন ছাড়া আর রোগী ছিল না। পীড়িত-দ্বয়ের প্রথম ব্যক্তি জ্বরে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ছিল।

করুণা-বিগলিত-হৃদয়া নমিতা তাড়াতাড়ি আসিয়া রোগীটিকে ধরিয়া বিছানার উপর

ভাল করিয়া শোয়াইল। বুকের বন্ধনী শিথিল হইয়া পেটের উপর নামিয়া গিয়াছিল, সেটা সরাইয়া যথাস্থানে তুলিয়া দিল, তাহার শুষ্ক জিহ্বায় দুই চামচে জল ঢালিয়া দিল,—সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে তাহাকে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা শুনাইয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রোগী তৃপ্ত হইয়া আরামে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ!"

মিস্ স্মিথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি নমিতার কার্য্যাবলীতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি শুধু বিস্ময়ে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন - নমিতার সে সময়ের সেই করুণাপ্লুত বদনের অপূর্ব্ব স্নেহময়ী মাধুরী—শোভা! মিস্ স্মিথ অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন, 'এ সেই নমিতা, যে নমিতা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত মুখ তুলিয়া একটা কথা কহিতে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে, হাতে হাতে কোনো জিনিস দিতে এখনও সঙ্কোচে থতমত খায়, এ সেই নমিতা!—কি আশ্চর্য্য! এ যে এখন নিঃসম্পর্কীয় আর্ত্তের সেবায় সম্পূর্ণ মুক্ত অসঙ্কোচ, ঐকান্তিক আগ্রহপরায়ণ—করুণাময়ী জননী, স্নেহময়ী কন্যা!' সজলনয়নে মিস্ স্মিথ ডাকিলেন "নমিতা"।

আরাম পাইয়া রোগীর তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। নমিতা মিস্ স্মিথের আহ্বানে সন্তর্পণে নিঃশব্দে তাহার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ধীরপদে মিস্ স্মিথের সহিত কক্ষের বাহিরে আসিল।

উভয়ে ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে চলিলেন। মিস্ স্মিথ চলিতে চলিতে বলিলেন "আচ্ছা নমিতা, নার্শের কাজ কি তোমার বড় ভাল লাগে?"

নমিতা উত্তর দিল,"হাঁ, ম্যাডাম, বড় ভাল লাগে, সেই জন্যে আমি ইচ্ছে করেই এ-কাজে এসেছি—শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিই নি,—"

মিস্ স্মিথ আর কিছু বলিলেন না। উভয়ে নীরবে চলিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সহসা একটু আবেগের সহিত নমিতা বলিয়া উঠিল, "ম্যাডাম, যে-কোনো পীড়িতের বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়ালে, আমার বাবার শেষ জীবনের সেই রোগাচ্ছন্ন বেদনাময় মূর্ত্তিটা মনে পড়ে যায়! আমি প্রত্যেক পীড়িতের মধ্যে আমার পিতার সেই পবিত্র সত্তা অনুভব করি; আর নিজের কথা ভুলে যাই। তখন এদের যন্ত্রণা একটুকু উপশমের জন্য আমার প্রাণ এত আকুল হ'য়ে উঠে যে ....।" নমিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আর বলিতে পারিল না।

মিস্ স্মিথ করুণা-সজলনয়নে একবার নমিতার মুখ-পানে ফিরিয়া চাহিলেন, তার পর নিঃশব্দে রুমালে অশ্রুকণা মোচন করিয়া নীরবে যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিলেন। আর কোনও কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সরলার পুনর্বিবাহে আমার আন্তরিক মত নেই। তা'র অদৃষ্টে যা আছে হবে। তার পূর্ব্বে সহস্র সহস্র নারী বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে গিয়েছেন—সেও না হয় যাবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার কর্‌তে হবে যে, সংসার মায়াময়, এখানে যা কিছু করা যায় সবই মায়ার মোহে; এ মায়া-জাল কাটাতে পার্‌লেই মঙ্গল। আসক্তিতে যত ডুব্‌বে ততই আসক্তি বাড়বে—ততই জালে জড়িত হবে। সরলার আবার বিয়ে দিলে তার আসক্তি বাড়ানই হবে। মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে দেখ্‌লে সকলেই সহজে বুঝ্‌তে পারেন, আন্তরিক বৈধব্য-ব্রত কখনই অসম্ভব নয়। সরলাও যে পারবে না, এ কথা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছা হয় না।

দ। তবে এতদিন ধরে তোমায় কি শিক্ষা দিয়েছি? আর তুমিও তো কিছু পূর্ব্বে যে কথা বলেছ, তাতে তো মনে হয় যে, তুমি মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেছ। তবে আবার এ কথা কেন বল? এই ভ্রমে পড়েই আজ ভারত দুঃখ ভোগ করছে। ভণ্ড, আলস্য-পরায়ণ আধুনিক বেদান্ত-বাদীরা এক হিসেবে ভারতের সর্ব্বনাশ করে গেছেন। পিঠের উপর এক হাণ্টার কসিয়ে দিলে যারা 'বাপ্‌রে-মারে' করে উঠবে, তাদের মুখে কি এসব কথা শোভা পায়? বেদান্ত-সূত্র অভ্রান্ত সত্য, এবং বেদান্তকার পরম জ্ঞানী; কিন্তু শেষ কালের এই জটাধারীগুলোই ভুল বুঝে, লোককে কেবল সন্ন্যাসে মজিয়ে ভিটে-ছাড়া করবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছে। জগৎ মিথ্যে এই হিসাবে, যে তা অনিত্য। কিন্তু যতক্ষণ তুমি এই মায়ার শরীরে বাসা বেঁধে বসবাস কর্‌চ—লীলা করচ, যতক্ষণ নিরেট জগৎটা বন্‌বন্ করে তোমার মায়ার চর্ম্মচক্ষের সাম্‌নে ঘুরছে, যতক্ষণ তুমি মায়ার মুখ দিয়ে মায়ার শব্দ বাহির করে জগৎ মিথ্যে বলে জাহির করছ, ততক্ষণ তোমার মুখে কি অমন কথাটা সাজে? তোমার ঐ ফুলদানির সুন্দর সুগন্ধ ফুলগুলি যতক্ষণ তোমার সম্মুখে রয়েছে, ততক্ষণ তোমার নিকট—relatively to your relative existence—তা সত্য বৈ কি? প্রলয়াঙ্কে পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়ে সূক্ষ্মে পরিণত হলে, এবং আপেক্ষিক বিশেষত্ব হারিয়ে "একে" মিশ্‌লে, তা আর ফুল থাকবে না—কিছুই আর কিছুই থাকবে না—কিন্তু এখন আছে—অন্ততঃ তোমার কাছে; কারণ তোমারও অস্তিত্ব মায়ার রাজ্যে। যতক্ষণ আমি সত্যেন্দ্রনাথ, ততক্ষণ এই তুমি যে আমার নিকট বসে অনিমেষনেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে আছ, এ সত্য;—"আমার" কাছে সত্য না হতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে সত্য। স্বয়ং পরব্রহ্ম যখন হতে "অহং বহু ভবামি" বলে গণ্ডূষ করেছেন, তখন হতে তিনিও মায়াকে আশ্রয় কর্‌তে, মায়াময়, লীলাময় হতে বাধ্য হয়েছেন,—মায়ার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ করছেন। তুমি তারই অংশ—তুমি হঠাৎ পালাবে কোথায়? কাল পূর্ণ

হতে দাও। স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে পড়ার সময়ে রাগ করে বলেছিলেন—I could have made a better world—অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির কন্‌ট্রাক্‌টারীটা তাঁর হাতে দিলে, তিনি জগৎটাকে এর চেয়ে ভাল করে গড়্‌তেন। শেষে অবশ্য সবই বুঝেছিলেন,—প্রথমে সকলেরই ঐরূপ অধৈর্য্য আসে বটে! জোর করে যারা মায়া ছিঁড়্‌তে বসে, তাদের একুল-ওকুল দুকুলই যায়; তাদের না এদিকে, না ওদিকে। এসকল ধর্ম্মের জ্যাঠামী, অতি-বুদ্ধির লক্ষণ। এ ভাল নয়। কথায় বলে "অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি।" রামকৃষ্ণ পরমহংস বল্‌তেন—"ওহে, অতি-বুদ্ধিটা বড় ভাল না, কাক বড় ভারী বুদ্ধিমান্, তাই গু খেয়ে বেড়ায়।" মহাত্মা যিশুও বলে গিয়েছেন—"Be not wise overmuch; for, why shouldst thou die before thy time?" খুব পাকা কথা। আমের মধ্যে যে আঁটিটি রয়েছে, সে মায়ার রসের মধ্য দিয়ে ক্রমে পাকা হচ্চে। পাক্‌লে আপনিই খসে পড়বে। আমটি আবার যখন মাটির মধ্যে গিয়ে বৃক্ষ হয়ে বিকাশ পাবে, তখন সে তার শাঁস এবং খোসা ত্যাগ করবে। কিন্তু পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বে তাকে মায়ার রসের মধ্য দিয়ে ঘুরে আস্‌তেই হয়েছে। কাঁচা অবস্থায় পুঁতলে সে আত্ম-বিকাশ কর্‌তে পার্‌বে না,—গাছ হতে পারবে না। আমাদের উপর মায়ারও দাবী আছে। জগৎ আমাদের কাছে মিথ্যে নয়, কারণ আমরাও যে মিথ্যে! তাই বলি, জোর করে কাঁচা আম ছিঁড়ো না—এঁচোড়ে পেকো না। এই এঁচোড়ে পাক্‌তে গিয়েই এদেশ মারা পড়্‌বার জোগাড় করে তুলেছে,—নইলে আর মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান-হীন নেড়া-নেড়ীর দল মানভঞ্জনের গান গাইয়ে গড়া-গড়ি দেয়, আর সিদ্ধ পুরুষ সেজে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন কর্‌তে বসে, আর টুকনি হাতে করে বেড়িয়ে সমাজের ভার বৃদ্ধি করে? বেশ করে পুষ্ট হও। ধৈর্য্য, বীর্য্য, জড়-বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি উত্তমরূপে চর্চ্চা করে আগে মনুষ্যত্ব লাভ কর। মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হলে দেবতা হতে পারে না। সৃষ্টির তা বিধি নয়। পশু হতে এক দম্ দেবতা হবার উপায় নেই—gradual evolutionএর তা ধর্ম্ম নয়। একেই বলে 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া'। মায়ার দাবী কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। সরলাকে এখন ব্রহ্মচারিণী কর্‌তে গেলে—আমের গুঁটি ছিঁড়ে পুঁৎতে গেলে মাটির মধ্যে পচে মর্‌বে। তার সন্তানপ্রাপ্তির দাবী ধর্ম্মানুমোদিত। ইন্দ্রিয়-আলোচনাই পাপ,—আর তাও তো আদর্শ ভণ্ডনেতার দল বড় মেনে চলে। সরলার মনে সন্তানপ্রাপ্তির তীব্র বাসনা থাকতে, কপট ব্রহ্মচর্য্যে বাধ্য করানো, কেবল এই সকল নরাধম, কাপুরুষ, হৃদয়হীন, ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন রাক্ষসপ্রকৃতি ভণ্ডদের জবর-দস্তি! এরাই না জলজীয়ন্ত, নিরপরাধা, অবলা বিধবাদের ধরে বেঁধে জলন্তচিতার উপর ফেলে পুড়িয়ে মার্‌ত! আর হাততালি দিয়ে ধর্ম্মের জয় গাইত! ভারি নাম ছিল সতীদাহ!—কোল, ভীল, সাঁওতাল, কাফ্রীরাও যা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে না। এরা পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কি না করেছে,—কি না করছে? পরের মেয়ে চুরি করে

নিয়ে গিয়ে বলে, "তন্ত্র-সাধন করছি।" অথচ বালবিধবার বিবাহ দিলে; অপবিত্রতা! এই হিন্দু-নামধারী কাপুরুষ বর্ব্বরদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব মনুষ্য-জগতে আর নেই। স্ত্রী-জাতির উপর এত অত্যাচার—অথচ রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই। "পথি নারীং বিবর্জ্জয়েৎ"—মরি মরি, কি বীরপুরুষের মত কথারে! এই হাজার বছর ধরে যতগুলি পবিত্র হিন্দু-রমণী যবনের হস্তে সতীত্ব হারিয়েছে, এত অন্য কোনো জাতির হয়েছে কি? যতগুলি অবলা—ভীরুস্বভাব হিন্দুনারী, সমাজের দোষে বিজাতীয়ের হস্তে সতীত্ব-রত্ন হারিয়েছে, এত কোন্ জাতির হারিয়েছে? যে সকল বিদেশী হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র জানে না, বিদেশে গিয়ে তাদের কাছে হিন্দু বলে পরিচয় দিলে তারা বলে, "ওহো—বুঝেছি,—ওই সেই; যারা মেয়ে-মানুষকে পুড়িয়ে মারে, আর দেবতার কাছে মানুষ বলিদান দিয়ে ধর্ম্ম করত? বৃটিশগবর্ণমেণ্ট এ সব তুলে দিয়ে এখন তাদের অনেকটা সভ্য করেছে। আজো নাকি হিন্দুরা মেয়ে-মানুষকে দাসী মনে করে; আর নাকি একটি বালিকা বিধবা হলে তাকে না খেতে না-পরতে দিয়ে ঘরে পূরে দাসী করে রাখে।" কিন্তু আজ বড় আনন্দের দিন। আমাদের সোণার-চাঁদ যুবকেরা এক একটি হীরের টুকরো। যদি হিন্দু সমাজ আবার মানুষের মত হয়, তবে এদেরই হাতে হবে। এদের এক-একটির মনের উদারতা, চরিত্রের পবিত্রতা, হৃদয়ের তেজস্বিতা প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখলে বুকে করে রাখতে ইচ্ছে হয়। এদের কাছে ছুই খা মা'র খেলেও অপমান বোধ হয় না,—এদের নিকট অপদস্থ হলেও অপমান বোধ হয় না; কিন্তু এই ভক্তবিটল্, অপদার্থ, মূর্খ, হৃদয়হীন, আদর্শবাগীশদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। এদের নিকট সামান্য তিরস্কার-ব্যঞ্জক কথা শুনলেও আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।

মা। আমার যে কান্না পাচ্ছে!—তোমার যে এমন মতি-গতি হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি মুখে যা আসচে তাই বলতে আরম্ভ করেছ? সমাজে কত জ্ঞানী লোক রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে অমন করে বল্লে যে মহাপাপ হয়।

দ। "জ্ঞানী" লোককে আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁদের আমি কিছুই বলি নি। সমাজের পাপের ভার কেবল তাঁরাই হাল্কা রেখেছেন, তাই আজো আমাদের মাথার উপর চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্ছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-ম'শায় ও বিদ্যারত্ন-ম'শায় তার জীবন্ত উদাহরণ। আমি মুখের উপর বলতে পারি, বালবিধবার পুনর্বিবাহে যাঁরা প্রতিবাদ করতে আসেন, তাঁরা কাপুরুষ,—নইলে দুর্ব্বল, আশ্রিত, অনুগতকে পীড়ন করবার প্রবৃত্তি আসতেই পারে না। আমি প্রমাণ করতে পারি, যিনি যে-যুক্তিই দেখাতে আসুন, তার মূলে এই কাপুরুষতা।

মা। যা ভাল বোঝো কর, আমি জানিনে; ইচ্ছে হয়, গয়নার সাতগণ্ডা বিয়ে দেও। আমি স্ত্রীলোক—আমি কে? বকনারি করে-ছিলুম—কথা বলেছিলুম।

রাগ করিয়া উঠিয়া আসিলাম। দত্তজা মৃৎ-পুত্তলিকাবৎ চুপ করিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে

গেলাম। অভিমানে সে-রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না।

৭

দুই দিবস মুখ ভার করিয়াই কাটাইলাম। কিন্তু দেখিলাম, আমার তো মুখ ভার, কিন্তু আর দুজনের মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার প্রফুল্লকুমারের রাঙা ঠোঁটদুটি যেন নীল হইয়া যাইতেছে! ছল-ছল নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকায়, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আমার সঙ্গে কথা কয়। যে-মেজদিদির কাছে আসিয়া দিন-রাত্রি ছেলে মানুষের মত করিয়া আবদার করে, সেই মেজদিদির কাছে আসিতে যেন এখন তার লজ্জা করে! ছোট বেলা থেকে আমার সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়া অভ্যাস—এখনো মাঝে মাঝে যদি আমার আহারের সময় আসিয়া পড়ে অমনি টপ্ করিয়া ছেলে মানুষটির মত আমার থালার কাছে বসিয়া পড়ে! তাতে যেন তার কত তৃপ্তি। তাহার পঁচিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমার কাছে আসিয়া চিরদিন আমার সেই প্রফুল্লকুমার। বাড়ীতে বড় থাকিতে চাহে না, সময় পাইলেই আমার কাছে আসিবে, আমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইবে, বই শুনাইবে, কত গল্প ক'রবে! কিন্তু এখন এখানে আসিয়া বাহিরেই থাকে, না ডাকিলে আমার কাছে আসে না—যেন সরলার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কি গর্হিত কাজই করিয়াছে! তাহার যুক্তি তর্ক যেন সবই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে.—তাহার মেজ-দিদি যাহা পছন্দ করে না, তাহা কি কখনো ভাল কাজ হইতে পারে?—এমন ভাই কাহার?

দত্তজাও যেন নিতান্ত অপরাধীর মত আমার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার সেদিনকার অভিমান যেন আজো তাঁহার বক্ষে বিঁধিয়া আছে—আমি না তুলিলে তাহা উঠিবার নহে। অহঙ্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, সেই বজ্রকঠিন বক্ষে এ পামরীর অভিমান ভিন্ন অন্য পার্থিব আঘাত অনুভূত হইবার নহে।—এমন স্বামী কাহার?

মনটা বড় খারাপ হইল। আমার বাড়ী কেহ আসিবেন না, আমি সমাজের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইব, আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য করিবেন না,—এই সকল ভয়ে আমি তাঁহাকে বিলাত যাইতে দিই নাই। বারিষ্টার হইতে পারিলেন না বলিয়া মনো-দুঃখে তিনি বাটীর বাহির হন না। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে মনঃকষ্ট দিয়াছি—পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলাম, ক্ষমা ভিক্ষা পাইয়াছিলাম। আবার তাঁহার মনে কষ্ট দিতেছি—আবার ক্ষোভ রাখিতেছি? যে-মুখে একবিন্দু হাসি দেখিলে জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাই, সেই মুখ আজ ম্লান,—আমারই জন্য! যাঁহার চরণের একটি ক্ষুদ্র কণ্টক তুলিয়া দিবার জন্য, এই তুচ্ছ প্রাণ অবহেলে বিসর্জ্জন করিতে পারি, তাঁহার হৃদয়ে আমিই কণ্টক বিদ্ধ করিয়া রাখিব? ধিক্ আমার নারী-জন্মে, ধিক্ আমার শিক্ষা-দীক্ষায়, ধিক্ আমার কপট প্রেমে! স্ত্রী হইয়া স্বামীর উপর কথা কহিয়াছি? স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াই-য়াছি? তিনি কি অজ্ঞান? যদি তাই হন, তবে তাঁহার অজ্ঞানতাই আমার জ্ঞান। আমি কে? তাঁহারই প্রতিবিম্ব। পূর্ণজ্ঞান না পাইলে যেমন পূর্ণ-ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতিবিম্ব

কাহার উপর পতিত হয় না, তেমনি আমার পূর্ণ শিক্ষা না হইলে, তাঁহার শিক্ষার পূর্ণ উপলব্ধি আমা হইতে কেমন করিয়া হইবে? হয় তো আমি তাঁহার কথা বুঝি নাই। আমি অন্যায় করিতেছি—তাঁহার অনুগ্রহের, তাঁহার প্রেমের, অযথা সুযোগ লইতেছি। মনে বড় ধিক্কার আসিল।

তিনি বলিয়াছেন, "যে সন্তান না পেয়ে বিধবা হন, সে বড়ই হতভাগিনী,"—সরলা ভাগ্যহীনা। তিনিই আমায় শিখাইয়াছেন, এ জন্মের কর্ম্মগুণে 'পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের কিছু পরিবর্ত্তন করা যায়—' তাই বুঝি তিনি তাহার পুনর্বিবাহ দিয়া তাহার পূর্ণ দুঃখের কিছু অংশ খণ্ডন করিতে চাহেন। মানুষের চিত্ত আসক্তিময়, বিকারময়; তিনি বলেন, এই আসক্তিরও—এই বিকারেরও কিছু দাবী আছে। তাহাতেই সৃষ্টি চলিতেছে। বাড়াবাড়ি করিলেই, তমোগুণকে অযথা প্রশ্রয় দিলেই ধ্বংস;—ইহাই জগতের নীতি। তিনি আরো বলেন, সন্তানকামনা মায়ার উচিত দাবী, প্রকৃতি-মাতার যথার্থ প্রাপ্য। বিকারের রোগীর একেবারে জল বন্ধ করিলেও তাহার জীবাত্মা কষ্টভোগ করিবে; পরিমাণে ছাড়াইলেও ধ্বংস। তাই বুঝি তিনি পরিমাণ মত জল দিতে চাহেন। কিন্তু এই পরিমাণ কে নিরূপণ করিবে? জ্ঞানিজন, সমাজ, সৎশিক্ষা! হরিদাসবাবু বলিয়াছেন, "জ্ঞানিজন পরিচালিত সমাজই ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতেও করিবে।"—বাড়াবাড়ি করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, আসক্তি বাড়িতে দিবে না। সমাজের ধর্ম্ম সমাজই রক্ষা করিবে?

এ দিকে প্রফুল্লকুমারের মুখের দিকেও যে আর চাহিতে পারি না। একে তো বিবাহের পর হইতে তাহার মনে অশান্তির, অভিমানের, ক্ষোভের তুষানল অহরহঃ নিভৃতে জ্বলিতেছে। তাহার উপর বাছা আমার সরলার জন্য আরো চিরদিন মনঃকষ্ট ভোগ করিবে?—কেবল আমারই জন্য? সে যে-মেজদিদি ভিন্ন জগতে আর কিছু জানে না—সেই মেজদিদির জন্য? বাহিরে শার্দ্দূল-বিক্রম, কিন্তু মেজদিদির কাছে আসিয়া মেষ-শাবকটির মত বসিয়া থাকে। মেজ দিদির কথা শুনিবার সময় হরিণ-শিশুটির মত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে,—সেই মেজদিদির জন্য?

আর সরলা! আমার কত আদরের সরলা, প্রাণের পুত্তলি সরলা, হতভাগিনী সরলা! তোমার মেজদিদিই শেষে তোমার চিরদুঃখের কারণ হইবে? মেজদিদি বলিতে অজ্ঞান হও, কথায়-কথায় ঝাঁপাইয়া মেজদিদির কোলের মধ্যে পড়, মেজদিদির বুকের মধ্যে মুখ না লুকাইয়া তোমার কাঁদিয়াও সুখ হয় না,—আমি সেই মেজদিদি?—আমিই হয়তো অজ্ঞানতাবশে তোমার চির-দুঃখের কারণ হইব!

হায়, একদিকে আমার হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের নয়ন, ললাটের চন্দন-গৌরব, সীমন্তের সিন্দুররেখা, মস্তকের হেম-মুকুট,—আমার আঁধারে-আলোক, অজ্ঞানে-জ্ঞান, ইহ-কালের সুখ, পরকালের পুণ্য;—আমার যথাসর্ব্বস্বধন স্বামি-দেবতা; আর একদিকে আমার স্নেহের ভিখারী, আমার আদরের ধন, আমার চির-অনুগত, চিরপ্রফুল্ল প্রফুল্লকুমার; অন্য দিকে

আমার সরলা—আমার অঞ্চলের চাবী, প্রাণের পুত্তলি সরলা,—তার মধ্যস্থলে আমি—সরোজিনী!

আমারই উপর সকলের নির্ভর—আমিই প্রতিবাদিনী? কি অপরাধে? কি জন্য? কোন্ সাহসে? অন্যায় হয়, অন্যায়ই হইবে—আমার স্বামী যাহা ন্যায় বিবেচনা করেন, তাহা আমার কাছে অন্যায়! সহস্র ধিক্ আমার নারীজন্মে! আমি সম্মতি দিব—আজই দিব। কিন্তু সরলা! আজ কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, 'পুরুষান্তরস্পৃষ্টা হইবার পূর্ব্বে যেন তোর মৃত্যু হয়। তোকে বড় ভালবাসে বলিয়াই আজ তোর মেজদিদি তোর মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছে!'

* * * *

দত্তজাকে বলিলাম যে, 'আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, বুঝিয়া দেখিয়াছি,—এখন আমার আর আপত্তি নাই। আমিই সরলাকে বুঝাইয়া তাহার মত করিব, আমিই তাহার উদ্যোগ করিয়া বিবাহ দিব।'

সরলার বিবাহ দিতে বসিয়াছিলাম। সবই করিয়াছিলাম, কিন্তু সরলা আমার মুখ রক্ষা করিয়াছে — আমার সহোদরার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছে।—বিবাহের (!) দুই দিন পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান শ্বশুরালয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বড় কাতরপ্রাণে বিপদভঞ্জন শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলাম, — আমার অন্তরের ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে।

সরলা বিধবা হওয়া অবধি কি-জানি কেন, পুরুষজাতিকেই যেন আন্তরিক ঘৃণা করিত। তাহার দাদা এবং দাদাবাবু ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্য কোনো পুরুষমানুষ ভাল হইতে পারে, একথা যেন সে কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। এইজন্য প্রথমে তাহাকে কিছুতেই পুনর্বিবাহে রাজি করিতে পারি নাই। তাহার যেন মনের ভাব, বিবাহ করিলে পুরুষ মানুষকে বিবাহ করিতে হইবে, এই তার প্রধান আপত্তি। তার পরে বরপাত্রকে (!) আমার বাড়ীতে আনিয়া সরলাকে প্রকারান্তরে দেখাইয়া দিয়াছিলাম।—তাহার পর কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়াছিল। শেষে অনেক কষ্টে, দুজনে তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া রাজি করিলাম। কিন্তু সে চলিয়া গিয়াছে, বেশ করিয়াছে! হিন্দুর মেয়ের মত কার্য্যই করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরলার কথা

১

শ্বশুরালয়েই আছি। লেখাপড়ার চর্চ্চা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছি! আর কেন? তবে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাইলেই পড়ি। চুপ-চাপ কাজ-কর্ম্ম করি। কাহারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বড় ইচ্ছা করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সপত্নী একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সেও বিধবা,—আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। তোমরা মনে করিবে, একজন দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী পাইয়াছ; দুজনে একরকম কাটাইতে পারিবে। কিন্তু কৈ? তা তো আজো পারিয়া উঠিলাম না। তার নাম ভোমরা বা ভ্রমর। সকলে ভুম্‌রী বা ভোম্‌রা বলিয়াই ডাকে। রংটা অবশ্য ভোমরার মত নহে,—উজ্জ্বল

শ্যামবর্ণ। মাথা-পোরা চুল, মুখখানি বেশ, গড়ন নিখুঁত, খাসা মোটাসোটা। সরু কালাপেড়ে ধুতি পরে; দুহাতে দুগাছি সোনার বালা আছে। আর কোনো আভরণ নাই। ভোমরা বেশ রসিকা, কথার বাঁধুনিতে সময় সময় আমার মনেও হাসির ফোয়ারা তুলিয়া দেয়। সকলেই তাকে ভালবাসে। কপাল পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, তার উপর যেন সকলের মায়া-মমতা আরো বেশী। সে অনেকদিন শ্বশুর-বাড়ীতেই ছিল, বৃদ্ধা শাশুড়ীর শুশ্রূষা করিত। কিন্তু তিনি নাকি আর তাকে কাছে রাখিতে সাহস করেন না।

তোমরা মনে করবে, তবে তো গতিক ভাল বোধ হয় না! কি জানি বাপু। কিন্তু ভ্রমরের সঙ্গে আমার বেশ একটু ভালবাসা হইল, তাকে ভাল না বাসিয়া কেহ থাকতে পারে না। অমন মিষ্টভাষিণী, মধুর-হাসিনীকে যে ভাল না বাসিবে, সে জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে শিখিবে না। ভোমরা দু'বেলাই খাইত, একাদশীর দিন ফলাহার করিত। আগে নাকি মাছও খাইত, এখন ছাড়িয়াছে। আমি তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে এবং একসন্ধ্যা আহার করিতে উপদেশ দিলাম। কি-জানি কি ভাবিয়া—বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে আমার কথা শুনিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। ভোমরা সাধারণ বাংলা লেখাপড়াও বেশ একটু জানে। বাংলা নভেল্ অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ের-লেখাপড়া শেখা বলিতে আজকাল তো ইহাই বুঝায়। কাজকর্ম্মেও সে বেশ পটু। পাড়ায় বিবাহ হইলে, বাসরঘরে জামাই নাকাল করিতে ভোমরার কাছে কেহ লাগে না। যে জামাইয়ের সাত পুরুষে কেহ গান গাহে নাই, তাকেও নাকি ভোমরা গাধার ডাক ডাকাইয়া ছাড়ে। আর, শুনিয়াছি, বিশ্ব-বাংলায় নাকি এমন জামাই আজো জন্মায় নাই, যে ভ্রমরকে কথায় আঁটিয়া উঠে। ভ্রমর পাড়ার সকলের কথাতেই আছে;—এ এমন, সে তেমন, এর সোয়ামী এম্‌নি, তার সোয়ামী তাকে ভালবাসে না, অমুকের সোয়ামী বুড়ো ধাড়ী, অমুক অমুকের সঙ্গে অমুক, অমুক অমুকের ঘরে আড়ি পাতিয়া অমুক দেখিয়াছে, অমুকের সঙ্গে অমুকের মানায় না, তারিণীর স্বামীকে দেখিলে তারিণীর হাড় জ্বলিয়া যায়!—সে চোখ-কান বুজিয়া থাকে—কেবল সমবয়স্কা মেয়েদের ও বৌদের সঙ্গে তার এই সকল আলোচনা।

এইজন্যই তাহাকে আমার ভাল লাগিত না। বিধবার এসব কেন? শাসনও নাই। এজন্য ভোমরার উপর আমি রাগও করিতে পারিতাম না। একদিন বড় দুঃখ হইল। আমিই তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী ধরাইয়াছি। একদিন চৈত্রমাসের দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, দুপুর বেলা সে আমার ঘরে বসিয়া আছে,—দেখিলাম ঠোঁটদুটি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভ্রমর, মা, আমার কাছে মিথ্যা কথা বোলো না,—তেষ্টা পেয়েছে?" ভ্রমর বলিল—"না"। বিশ্বাস হইল না। আমার চেয়ে সে বয়সে বড়, মেয়ে তো বটে। আদর করিয়া তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া, অনেক করিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে; তাহার চোখদুটি ছলছল্ করিতে লাগিল; ঠোঁট-দুটি যেন

অলক্ষিতে ফুলিতে লাগিল। তথাপি বলিল "না।" আমি বলিলাম, "তুমি তো এত দিন জল খেয়েছ, তা আজ আমি হাতে করে একটু জল দিই তুমি খাও,—কোনো দোষ হবে না।" শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "থাক।" আমার বড় কষ্ট বোধ হইল; মনে হইল, আমিই জোর করিয়া তাহাকে এই কষ্ট দিতেছি। তার বাড়ীর লোক তো তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে দিতেন না। এইজন্তই বিধবার একাদশীর দিনে তাহার মুখে জল দিবার প্রস্তাব করিলাম; নহিলে এমন পাপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে জল খাওয়াইতে পারিলাম না। মনে বড় অনুতাপ হইল,—আমারই জন্ত একটি মনুষ্য-জীবন এমন করিয়া দগ্ধিয়া মরিতেছে! এজন্মে আবার এইসকল পাপ করিতে সাহসী হইতেছি! কিন্তু কিছুতেই তাহাকে জল খাওয়াইতে পারিলাম না।

২

আমি এখানে আসিতেই আমার দেবর ও ননন্দা বিলক্ষণ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যে দুই তিনবার আমাকে পাঠাইবার জন্ত দাদাকে লিখিয়াছিলেন। দাদা কড়া জবাব দিয়াছিলেন, "পাঠাইব না। কাহার কাছে পাঠাইব? তোমাদের সংসারের দাসীগিরি করিবার জন্ত আমার পিতা তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড়টি করেন নাই। যাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি নাই; আমার ভগ্নীর গর্ভের সন্তানও নাই, যে আপনাদের বংশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ হইয়াছে। সামান্য বেতন দিলে চাকরাণী পাইবেন। সংসারে দাসীগিরী করিবার জন্ম রূপ-যৌবনের অবশ্য আবশ্যক নাই। আমার ভগ্নীকে পাইবেন না। তাহার পেটের দুটি অন্ন দিবার সংস্থান আমার আছে।"

তারপর এই বিবাহের প্রস্তাবের,—এই মহা কেলেঙ্কারীর কথাও কে নাকি বেনামী পত্র লিখিয়া আমার দেবরকে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে আমার দেবর স্বয়ং তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি কয়েকজন জবরদস্ত সঙ্গী সমভিব্যাহারে আমাকে জোর করিয়া আনিবার জন্ত আমাদের গ্রামে গিয়াছিলেন; এবং রাম বসুর বাড়ীতে আসিয়া নামিয়াছিলেন। তখন আমার বিবাহের সমস্তই স্থির। দাদা সেখানে গিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, "বৃথা আপনি আমার ভগ্নীর বিবাহ রদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনর্থক অপমান হইয়া যাইবেন।" তখন আমার দেবর বলেন যে, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আইনানুসারে এখন তাঁহারাই আমার অভিভাবক। তাহাতেও দাদা নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—"স্বামী অভাবে নাবালিকা স্ত্রীলোকের পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় থাকিতেও এবং পিতৃকুল যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিলেও, যদি আদালত একজন nobody—আপনাকেই আমার সহোদরার অভিভাবক স্থির করেন, এমনই যদি আইনের মহিমা হয়, তথাপি কেমন করিয়া আমার যুবতী ভগ্নীকে আপনারা আমার বাড়ী হইতে লইয়া যাইবেন? সে যদি যাইতে না চায়?" আমার দেবর এই প্রশ্নের উত্তরে একটু ব্যঙ্গ-রসের হাসি হাসিয়া সদর্পে বলেন, "আবশ্যক হইলে সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে,

এতো আর মগের মুল্লুক নয়।" দাদা তখন স্পষ্টস্বরে আমার দেবরকে বলিয়া দেন যে, অন্ততঃ ত্রিশ জন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃৎদেহ প্রফুল্ল ঘোষের হস্তে ধরাশায়ী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নীর কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। তখন দাদার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল! পাড়ার সকলে তাঁহাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি মেজদিদির কাছে রাখিয়া আসিলেন। মেজদিদি ভিন্ন দাদাকে ঠাণ্ডা করিবার মন্ত্র পৃথিবীতে আর কেহ জানিত না।

দাদার সেই দুর্দ্দান্ত স্বভাব বিবাহ হওয়ার কিছু দিন পর হইতেই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দাদা আর সে দাদা নাই! জিম্‌নাষ্টিকে একটি সোণার ও তিনটি রূপার মেডেল পাইয়াছিলেন। এখন আর কোনো সখই নাই। দৈবাৎ কখনো দাদাবাবুর সঙ্গে শীকারে গিয়া থাকেন। প্রাণে বড় আঘাত লাগাতেই আজ তাঁহার রক্ত একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার স্বভাবের কথা গ্রামের ভদ্রলোকেরা আমার দেবরকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দাদার চেহারা এবং তৎকালের চক্ষু দেখিয়াই আমার দেবর এবং তাঁহার সঙ্গীরা তাহা অবশ্য অবিলম্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন গ্রামের লোকের কাছে যখন শুনিলেন যে, প্রফুল্লকুমারের বজ্রমুষ্টিকে ডরায় না, এমন লোক গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে কেহ বাস করে না, তখন তাঁহারা ভাল মানুষের মত বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের মত কাজ মনে করিলেন।

দাদা অবশ্য শেষে ঠাণ্ডা হইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমাদের বাড়ীতে তাঁহাদের আনিয়া বিশেষ সমাদরে আহারাদি করাইয়াছিলেন। যাইবার সময় আমার দেবর একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া—প্রণাম করিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। দাদা স্বীকার করেন নাই। বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমার ভগ্নী আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; আর সে আপনাপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, এজন্য প্রণামও গ্রহণ করিবে না; অতএব সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করুন। অভদ্রতা ক্ষমা করিবেন।"

এ সকল কথা আমি মেজদিদি, হিমী ও আহ্লরীর মুখে শুনিয়াছিলাম। এইজন্যই শ্বশুরালয়ে যাইতে প্রথমে আমার একটু ভয় হইয়াছিল;—লজ্জা করিয়াছিল। কিন্তু আমি চলিয়া আসাতে সকলে বিশেষ আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন। পাড়াশুদ্ধ লোক আমার মতিগতির জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, বৈঠকখানার পার্শ্ব দিয়া আসিতেছি;—সেদিন রবিবার, এজন্য আমার দেবর বাড়ীতে আছেন;—এমন সময় বৈঠকখানার মধ্য হইতে চাপাস্বরের কথার আওয়াজ কানে গেল। পৃথিবীতে আজো এমন মেয়েমানুষ কেহ জন্মে নাই, যাহার ফিস্‌ফাস্‌ কথার আওয়াজ কানে গেলে কানের মধ্যে শুড়্‌শুড়্‌ করিয়া না উঠে।—সে সময় কানের ফাঁকটাও যেন একটু বাড়িয়া যায়। আমি যতই মরিয়া থাকি, জাতির ধর্ম্ম কোথায় যাইবে? চুপ

করিয়া বৈঠকখানার জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুরাতন খড়খড়ি — অনেক ছিদ্র ছিল। তারই মধ্যে একটা ডবল্ পয়সার মাপের ছিদ্র বাছিয়া লইলাম, এবং তারই গায়ে চোখ রুজু করিয়া একটু কুঁজো হইয়া দাঁড়াইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহসজ্জা।

শয়নগৃহ—শয়নগৃহ বেশ প্রশস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে খাট বা পালঙ্ক থাকা চাই। কারণ নিদ্রা যাইতে হইলে তদুপরি নিদ্রা যাওয়াই প্রশস্ত। ভূ-শয্যায় পীড়ার সম্ভাবনা। বিশেষত নিম্নতলার গৃহ অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া থাকে। সুতরাং তথায় যদি খাট না থাকে, তবে পীড়া অনিবার্য্য। উপর তলায় শুইলেও খাট ভিন্ন শয়ন করা উচিত নহে। শয্যার উপর গদি, লেপ ও তদুপরি চাদর ও দুইটি বালিশ থাকা চাই। মশারি শাদা হওয়াই ভাল, কারণ ছারপোকার আবাস-নিবন্ধন তাহাকে মধ্যে মধ্যে ধোপ দিতে হয়। পল্লীগ্রামে মশার উৎপাত অত্যন্ত অধিক। মশার দংশনে ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি হইয়া থাকে বলিয়া মশারির আবশ্যক অপরিহার্য্য। শয়নগৃহে একটি টেবিল ও চেয়ার থাকিবে। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, ব্লটিং, পেন্সিল ইত্যাদি লিখিবার সরঞ্জাম থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত আলো জ্বালিবার উপকরণ, যথা—দেশলাই, ল্যাম্প প্রভৃতি শয়নকক্ষে থাকা চাই। শয্যাগৃহটি ছবি-দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। জলপানের জন্য একসরাই জলও থাকা উচিত। শয্যাগৃহের জানালাগুলি প্রশস্ত হইবে এবং তদ্দ্বারা বায়ু গমনাগমন উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক। অনেকে বাতাসের ভয়ে শয্যাগৃহের জানালা উন্মুক্ত রাখেন না। এইটি তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। বায়ু গমনাগমন না করিলে গৃহাভ্যন্তরের বায়ু দূষিত হইয়া যায় এবং সেই দূষিত বায়ু শ্বাসদ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি বাতাসের অত্যন্ত ভয় হয়, তবে জানালার সমক্ষে শয়ন না করিয়া একটু পার্শ্বে শয্যা করিলেই হইল। পরন্তু বিশুদ্ধ বায়ু আসিবার জন্য জানালা উন্মুক্ত রাখা বিশেষ আবশ্যক। বিশুদ্ধ বাতাস দ্বারা ঘরের দুর্গন্ধও দূরীভূত হয়। অনেক গৃহিণী পান খাইবার জন্য শয়নকক্ষে পানের সরঞ্জাম রাখেন এবং পান প্রস্তুত করার পর চূনের হাত দেওয়ালে বা খাটের গায়ে মুছেন, অথবা পানের পিক গৃহাভ্যন্তরে ফেলেন। তদ্দ্বারা গৃহ অত্যন্ত খারাপ দেখায় এবং স্বাস্থ্যেরও হানি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে একটা পিকদানী এবং একখানা ঝাড়ন রাখিয়া দেওয়া উচিত। পান সাজিয়া সেই হাত ঝাড়নে মুছিলেই সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইবে। শয্যাগৃহ হইতে রাত্রে বাহির

শুইয়াই অনেকে ঘরের সমক্ষে প্রস্রাব ত্যাগ করেন; তজ্জন্য এত দুর্গন্ধ হয় যে গৃহে থাকা দুষ্কর। প্রস্রাব করিতে হইলে একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া দিয়া তাহাতে প্রস্রাব করা ও প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা নর্দমায় ফেলিয়া দেওয়া উত্তম নিয়ম। এতদ্দ্বারা দুর্গন্ধ-জনিত গৃহাভ্যন্তরে কোনোরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। পাত্রে জল রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রস্রাবের তলানি জলের অস্তিত্ব-নিবন্ধন পাত্রে বসিতে পারে না; সুতরাং পাত্রেও শীঘ্র দুর্গন্ধ হয় না। ইহা ছাড়া যদি সপ্তাহে একবার করিয়া পাত্রটিকে ফিনাইল দিয়া ধৌত করা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা প্রশস্ত উপায় আর কি হইতে পারে।

সজ্জাগৃহ—সজ্জাগৃহের জন্য দেরাজ ও আলমারীর আবশ্যক। বস্ত্রাদি আলমারি বা দেরাজে রাখা কর্ত্তব্য। বস্ত্রগুলি থাক-থাক করিয়া সাজানো থাকিবে। শীতবস্ত্রের থাক, পোষাকী কাপড়ের থাক, আটপৌরে কাপড়ের থাক, ইস্কুলের কাপড়ের থাক ইত্যাদি শৃঙ্খলা-হিসাবে বস্ত্রগুলি রাখিয়া দিলে সময়মত শীঘ্র বাহির করিতে পারা যায়। সূচিকার্য্যের সরঞ্জাম, আর্শি, চিরুণি, ব্রুস, তোয়ালে প্রভৃতি সজ্জাগৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। শীতবস্ত্রগুলিতে ন্যাপ্থলিন দিয়া রাখিয়া দিলে উহারা কীটদষ্ট হয় না। ন্যাপ্থলিন অভাবে নিমপাতা ও কর্পূর দিলেই যথেষ্ট হইবে।

বৈঠকখানা—বৈঠকখানায় গালিচা রাখা কর্ত্তব্য। গৃহটি রীতিমত ছবিদ্বারা সজ্জিত হওয়া চাই, কারণ আগন্তুকগণ বৈঠকখানায় আগমনপূর্ব্বক যদি পরিচ্ছন্নতার অভাব দর্শন করেন, তবে তাঁহাদিগের ধারণা হইবে যে, গৃহকর্ত্রীর কার্য্যে কোনো শৃঙ্খলা নাই। সুতরাং এরূপ ধারণা যাহাতে না হইতে পারে তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৈঠকখানায় একটি আলমারিতে পুস্তকগুলি সাজানো থাকিবে। একটি টেবিলের উপর হারমোনিয়ম রক্ষিত হওয়া উচিত।

স্নানাগার—স্নানাগারে চৌকি, টব, ঘড়া, ঘটি, মুখ প্রক্ষালন করিবার মঞ্জন, দাঁতন, জীবছোলা, সাবান, তেলের বাটি প্রভৃতি রক্ষিত হওয়াই বিধি।

ভাণ্ডারগৃহ—ভাণ্ডারগৃহে দাঁড়িপাল্লা, কর্কস্ক্রু, করাত, ছিঁচকে, গজ, ব্রস, হাতুড়ি, গজাল, মোমরোগন, ঔষধ, নিক্তি, কব্লিক, সাবল, কুড়ুল, কাটারি, কাস্তে প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। মাটির ঘড়া বা নাদগুলি সারি-সারি সজ্জিত থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে চাউল, দাইল প্রভৃতি বস্তু রক্ষিত হইবে। ঘড়া বা নাদগুলির মুখ খুরি বা সরাদ্বারা আবৃত থাকা চাই। নাদগুলি উন্মুক্ত থাকিলে ইঁদুরে জিনিষগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। ভাণ্ডারগৃহে খাদ্যের মধ্যে চাউল, গম, এ্যারারুট, সাগু, বার্লি, ব্যাসন, আটা, ময়দা, সুজি, চিনি; দাইলের মধ্যে মুগ, অরহর, ছোলা, কলাই, মসুর, মটর; মসলার মধ্যে হরিদ্রা, জীরে, ধনে, পোস্ত, লঙ্কা, ছোট ও বড় এলাচ, মৌরী, জোয়ান, দারুচিনি, লবঙ্গ, সরিষা, মেথী; শুষ্ক ফলের মধ্যে মনেক্কা, আলু বোখারা, আঞ্জির, কিসমিস; বাজে জিনিসের মধ্যে চা, চিনি, গুড়, নারিকেল, মোমবাতি, পলিতা, সাবান, জুতার কালি, দেশালাই; ঔষধের মধ্যে ক্যাষ্টর অএল, সোডা, ফটকিরি, গন্ধক, সোরা, নিশাদল, রুবিনীর ক্যাম্ফর; এবং

তৈলের মধ্যে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল এবং কেরোসিন তৈল থাকা প্রয়োজনীয়। আটা একসপ্তাহের উপর ভাণ্ডারে কখনো সঞ্চিত করিবে না, কারণ তাহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। জ্বালানি কাষ্ঠ বর্ষাগমের পূর্ব্বেই সংগ্রহ করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

দাস-দাসী।

যে সকল পরিবার স্বচ্ছল, তাঁহারা প্রায়ই দাস-দাসী রাখেন। যাহারা প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী এরূপ ব্যক্তিদিগকেই দাস-দাসী নিযুক্ত করা উচিত। নতুবা গৃহের অনেক বস্তু চুরি যাইবার সম্ভাবনা। একাধিক দাস-দাসী রাখিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ভৃত্য অন্যের বিরুদ্ধে কিছু-না-কিছু বলিয়া থাকে। গৃহকর্ত্রীরা যেন কানভাঙানিতে কর্ণপাত না করেন। যে ভৃত্য শান্তিপ্রিয় এবং কার্য্যে তৎপরতা দেখাইয়া থাকে, তাহার নামে মিথ্যা-অপবাদ শুনিলেও শুনিবে না। ভৃত্যের কার্য্য দেখিয়া তাহার উপযুক্ততা নিরূপণ করাই উচিত। দাস-দাসীর প্রতি সদাই সদয় ব্যবহার করিবে।

দাস-দাসীগণ অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া স্বীয়-স্বীয় কার্য্যে নিরত থাকিবে। তাহারা প্রথমে ঘর ঝাঁটি দিয়া ঘরের আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া দিবে। এই আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য একটি চুপড়ি আবশ্যক। চুপড়ি না থাকিলে ধূলাগুলি ফেলিতে কষ্ট হইয়া থাকে। গৃহসম্মার্জ্জন-কার্য্য সমাধা হইলে বাসনগুলি পরিষ্কার করিবে। তদনন্তর ল্যাম্পের চিমনিগুলি সাফ করা উচিত। সপ্তাহে একবার করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুগুলিতে পালিশ দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহের কপাট এবং জানালা যদি অপরিষ্কার থাকে, তবে অন্য লোকে গৃহিণীকে নোংরা বলিয়া দুষিতে পারে; সুতরাং দাস-দাসীগণ যাহাতে দরজা এবং জানালা পরিষ্কার রাখে তদ্বিষয়ে গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

কেরোসিন তৈলের টিন ক্রয় করিলে তাহাতে দুইটি ছিদ্র করিয়া তের্চ্ছাভাবে ধরিলে তাহা হইতে সমস্ত তৈল নিষ্ক্রান্ত হইবে। টিনের উপর গজাল রাখিয়া তদুপরি হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিলেই ছিদ্র হইয়া যাইবে। এক টিনে ২৫ বোতল তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ল্যাম্পগুলি যদি পরিষ্কার না থাকে তবে তাহা উত্তম আলোক প্রদান করে না। সেজন্য ল্যাম্পগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ আবশ্যক। দগ্ধ পলিতার উপর হাত দিয়া টানিলে দগ্ধস্থানগুলি চ্যুত হইয়া যায়। সে-গুলি কাঁচিদ্বারা কাটিবার আবশ্যক হয় না। পলিতা বন্ধুর হইলেই কাঁচির আবশ্যক করে। পলিতা ল্যাম্পের নিম্নদেশে যেন কুণ্ডলিত হইয়া না থাকে; কারণ তৈলে ময়লা থাকে এবং পলিতাতে যদি ময়লা ধরিয়া যায় তবে তৈলকে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে দেয় না। সুতরাং পলিতা ল্যাম্পের নিম্নে কুণ্ডলিত না থাকিয়া কেবল মাত্র তলদেশ স্পর্শ করিবে। যদি মোমবাতি জ্বালানো হয়, তবে তাহার আধারকে উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করাই বিধি। বরফ ভাঙিতে হইলে তদুপরি একটা লম্বা গজাল রাখিয়া আঘাত করিলেই বরফ ভাঙিয়া যায়।

ভৃত্যের জন্য আবশ্যকীয় পদার্থ-নিচয়।

গৃহসজ্জায় পালিস—মসিনার তৈল, তার্পিন তৈল, শির্কা এবং স্পিরিট অব ওয়াইন

সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে।

বারাণসীর পিতলের জিনিসগুলি পরিষ্কার করিবার দ্রব্য—একটা লেবু কর্ত্তন করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ দ্বারা পিতলের বস্তুতে ঘর্ষণ করত তৎক্ষণাৎ সাবান এবং জল দিয়া ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবার পর পালিস করিবে। এক পাইন্ট জলে একটি ছোট চামচের এক চামচে sulphuric acid দিয়া ধৌত করিলে সকল ময়লা উঠিয়া যায়। ইহা সর্ব্বোত্তম প্রক্রিয়া।

পিতলের দ্রব্যগুলিতে ঔজ্জ্বল্য দিবার প্রক্রিয়া—নিশাদল-চুর্ণ (sal ammoniac) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই বস্তুটিতে লাগাইয়া দাও। কাঠ-কয়লার আঁচে সামান্য গরম করিয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লও। পরে চোকর দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিবে।

চর্ম্মনির্ম্মিত চেয়ার—চর্ম্মনির্ম্মিত চেয়ারগুলি যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায় তজ্জন্য ডিম্বের শ্বেতসার কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মে লাগাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত চর্ম্ম ঠিক থাকে।

কালীর দাগ উঠানো—যদি কার্পেটে দৈবক্রমে কালী পড়িয়া যায়, তবে তাহা কাঁচা অবস্থাতেই তাজা দুগ্ধদ্বারা ধৌত করিয়া উষ্ণ জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। দাগটিকে শুষ্ক হইতে দিবে না। বার বার এরূপ করিলে দাগটি উঠিয়া যাইবে। ইহা ধৈর্য্য এবং সময় সাপেক্ষ।

শিকারের জুতা—ইহা পরিষ্কৃত করিতে হইলে রেড়ীর তৈলই প্রশস্ত।

চিমনি পরিষ্কার-প্রথা—একবাটি জল উষ্ণ করিয়া অগ্নি হইতে সেই জল উঠাইয়া লইবে। অতঃপর সেই জলে চিমনিটি ছাড়িয়া দিয়া জল শীতল হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে তাহা হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার করিবে।

ল্যাম্পের পলিতা—যদি ল্যাম্পের পলিতা হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে, তবে সেই ধূম রোধ করিবার জন্য পলিতাটি ভিনিগারে ডুবাইয়া লইবে, অথবা তাহাতে উষ্ণ করিয়া লইবে।

তৈলের দাগ উঠানো—কোনো স্থানে তৈলের দাগ ধরিলে তার্পিণ তৈল তাহাতে লাগাইয়া বস্তুটিকে সূর্য্যকিরণে রাখিয়া দিবে। যতক্ষণ বাতাসদ্বারা দুর্গন্ধ দূর না হয়, ততক্ষণ রাখিতে হইবে। ইহাদ্বারা তৈলের দাগ দূরীভূত হয়।

জানালা পরিষ্কারের প্রক্রিয়া—জানালা পরিষ্কার করিতে হইলে বার্নিসগুলি স্পিরিট-অব-ওয়াইন দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পরিষ্কার জলদ্বারা ধৌত করিবে ও পরে শুষ্ক কাপড় দ্বারা পালিস করিবে।

রেশমী কাপড় হইতে চুল উঠাইবার পদ্ধতি—আটাতে জল দিয়া মাখ-মাখ করিয়া উষ্ণ করিবে। অনন্তর তাহার ভিতরের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক হাতে করিয়া তাল পাকাইবে এবং যে-স্থান পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার উপর সেই তালটি স্থাপন করিয়া হস্তদ্বারা টানিলে কেশাদি আটাতে লাগিয়া যাইবে। গম পিশিয়া যে-ময়দা তৈয়ার হয় তাহাকে আটা কহে। তবে ময়দা এবং আটার প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্তটি অত্যন্ত মিহীন এবং শেষোক্তটি কিঞ্চিৎ মোটা।

টেবিল হইতে পিপীলিকা দূর করিবার প্রক্রিয়া—একটি ন্যাকড়ায় রেড়ীর তৈল লাগাইয়া টেবিলের পায়ার চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া দিলে পিপীলিকা উঠিতে পারে না।

উই দূরীভূত করণ—যাহাতে উই ধরিতে না পারে, তজ্জন্য আলকাতরা ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

কাষ্ঠ হইতে চূনের দাগ ছাড়ানো—কাষ্ঠ হইতে চূনের দাগ উঠাইতে হইলে অর্দ্ধ ছটাক লবণ, অর্দ্ধ ছটাক তৈল এবং দুই ছটাক জলের আবশ্যক। পরে আর্দ্র ঝাড়ন দ্বারা ঘর্ষণ করিবে।

চেটাই পরিষ্কার করণ—চেটাই পরিষ্কার করিতে হইলে তীব্র লবণ এবং জল দ্বারা ধৌত করিয়া ন্যাকড়ার দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্লেট পরিষ্কার করণ—জলে প্লেটগুলি উষ্ণ করিয়া লও এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি প্রতিসের জলে মিশ্রিত করিয়া দাও; যথা—দুইছটাক লবণ, দুইছটাক ফটকিরি এবং দুইছটাক cream of tartar। এই পাউডারটি একটি শুষ্ক বোতলে রাখিয়া কর্ক লাগাইয়া দিবে। পাঁচ মিনিট কাল উক্ত মিশ্র পদার্থে প্লেটটি সিদ্ধ করার পর শীতল জলে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিবে। অতঃপর এক একটি প্লেট উঠাইয়া লইয়া শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা মুছিয়া পালিস করিবে।

গ্লাস পরিষ্কার করণ—উষ্ণ জলে ব্যাসন দিয়া ধৌত করাই বিধি। ব্যাসনটিতে সামান্য জল দিয়া মাখ-মাখ করিয়া সাবানের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

পিতলের বস্তু পরিষ্কার করণ—ইটের গুঁড়াতে মিঠা তৈল অথবা নিশাদল (sal ammoniac) মিশ্রিত করিয়া বস্তুটিতে লেপ দিবে। অনন্তর ঘর্ষণপূর্ব্বক জলদ্বারা ধৌত করিবে। পরে চোকর দ্বারা পালিস করিবে।

ব্রাস ধৌত-করণ-প্রক্রিয়া—ব্রাস ধৌত করিতে হইলে একটি ক্ষুদ্র চামচের এক চামচে carbonate of soda এক বাটি গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিলেই পরিষ্কার হইবে।

পোষাকী-বস্ত্র হইতে তৈলের দাগ ছাড়ানো—এক টুকরা ব্লটিং কাগজ লইয়া তাহার উপর দর্জির উষ্ণ লোহ (ইস্ত্রি করিবার লৌহপাত্র) রাখিয়া চাপিতে থাক। যতক্ষণ না তৈল ব্লটিং কাগজ দিয়া উঠিয়া আইসে ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

চুল ধৌত করিবার প্রক্রিয়া—অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা, এক ছটাক কর্পূর, দুই সের ফুটন্ত জলে মিশ্রিত করণানন্তর চুল ধৌত করিবে।

দাঁতের মঞ্জন—সুপারি জালাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহাতে সাধারণ লবণ সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শীলা।

৩

অতি প্রত্যুষেই শীলা উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন তাহার খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া আছেন ও ব্রাহ্মণকে চায়ের জল গরম করিতে বলিতেছেন। শীলা নিকটে গিয়া বলিল, "খুড়ীমা, আমি কি চা করে দেবো?" গৃহিণী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা বেশতো, চা কর; ঐ কুলুঙ্গিতে টিনে-করা চা চিনি আছে। ঐ দুটো চায়ের পেয়ালা আছে। অচ্যুত এখনি দুধ আনবে।" শীলা সেগুলি নামাইয়া বলিল, "চা দানী কই?" গৃহিণী বলিলেন, "ও-সব কিছু নেই বাছা। ঐ বড় এনামেল বাটিটায় চায়ের জল ঢেলে, দুটো পাতা ফেলে ঐ কাঁসার রেকাবীখানা ঢাকা দাও, তা হলেই হবে। আর ঐ কুলুঙ্গিতেই ন্যাকড়াটুকু আছে, চা ছেঁকে ফেল।"

এমন সময় অচ্যুত দুধ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহিণী তাহার হস্তের দুধ টুকু দেখিয়া বলিলেন, "ঐ টুকু দুধ?"

সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "পয়সাটার দুধ আর কেত্তে হেব মা, সেরে দুসের খুঁজুছন্তিপরা?"*

গৃহিণী এক পয়সার কথা উল্লেখ করায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চুপ কর, বড় চোপা বেড়েছে, বোস বাবুকে বলে দেবো।"

অচ্যুত অবাক হইয়া রহিল, সে বুঝিল না যে, সে কি অপরাধ করিয়াছে।

শীলা চা ছাঁকিয়া ফেলিল। পরে দু'পেয়ালা চা প্রস্তুত করিলে গৃহিণী 'অমি অমি' করিয়া ডাকায় অমিয় আসিল। গৃহিণী তাহাকে দিল্লীর বিস্কুটের টিনটা আনিতে বলিলেন। অমিয় টিনটা আনিল; তাহা পিপীলিকায় পূর্ণ। সে উহা ঝাড়িবার জন্য অচ্যুতের হাতে দিল। অচ্যুত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "খা চাঁটি মানে খা কেত্তে খাইবু।"* এই বলিয়া সে পিপীলিকার প্রাণবধ করিতে আরম্ভ করিল।

অমিয় হাতে এক পেয়ালা চা ও বিস্কুট দিয়া গৃহিণী অন্নদাবাবুকে বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

গৃহিণী শীলাকে বলিলেন, "তুমি চা খাও?"

"খেতুম, আর খাব না, সেখানে না খেলে বাবা রাগ করতেন। চা আমার ভাল লাগে না।"

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি, খাবে বই কি, অভ্যেস হলে না খেলে চলে না। আমার এক দিদি তো চা না খেলে উঠতেই পারেন না। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে শুধু একবাটি চা খেয়ে তবে কাজ করেন। নাও তুমি খাও।"

—কাকা খাবেন না?

—খাবেন বই কি, ওই যে আসছেন; আচ্ছা ও পেয়ালাটা ওঁকেই দাও। তারপর পাচককে ডাকিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর, একটা বাটি দিয়ে যাও তো।"

ব্রাহ্মণ নূতন আসিয়াছে, বাংলা কথা বোঝে না; সে বলিল, "কঁড় কহুছন বাটি কঁড়।"†

"বাটি বোঝে না চাকরী করবে কি করে? বল্‌না রে অচ্যুত ভাই বাটিকে

---

* এক পয়সায় দুধ কত হবে? এক সের দু'সের খুঁজছেন বুঝি?

* পা পিঁপড়ে কত খাবি খা।

† কি বলছেন, বাটি কি?

কি বলে, একটা 'দিনা' দাও।" ব্রাহ্মণ-ঠাকুর 'দিনা' ওরকে একটা বাটি আনিয়া দিল। কোথায় লক্ষ্ণৌর সেই হিন্দী, আর কটকের এই উড়িয়া ভাষা, কি অদ্ভুতই লাগিতেছিল।

শীলা রামলোচনবাবুকে চা দিল। তাহার নম্র নত মুখ দেখিয়া রামলোচনবাবুর কেমন স্নেহ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে না শীলা? দাদা অন্যরকম চালে থাকতেন, আমরা একেবারে ভিন্নভাবে থাকি। আর আমার তেমন অবস্থাও নয়।"

শীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "আমার কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট যা হবার তা বাবাকে হারিয়েই হয়েছে, তার চেয়ে আর কি কষ্ট হবে!" বলিতে বলিতে তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইল।

রামলোচনবাবু বলিলেন, "আমি অন্নদা-বাবুকে নিয়ে প্রভাতবাবুদের বাসায় যাচ্ছি। তিনি আজ দুপুরেই চলে যাবেন।"

—কাকাবাবু আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—যাবেন বই কি। মা অমি, আমার চাদরটা আন। আজ পড়তে গেলি নে, তোর আর কিছু হবে না বাপু।

—দিদিভাই আমায় পড়াবেন।

—সত্যি? তা হলে তো আমার খুবই ভাল হল। তুমি কতদূর পড়েছ শীলা?

—আমাদের ইস্কুলে ইংরাজী ষ্টাণ্ডার্ড-অনুসারে পড়ানো হয়। আমি এন্‌ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়েছিলুম, তারপর বাবা আমায় বাড়ীতে মেম রেখে আরো ঢের পড়িয়েছেন।

—তা বেশ, তা হলে শীলা তুমিই ওকে পড়িয়ো। ঐ বারাণ্ডার ছোট ঘরটায় বসেই পড়িয়ো। অমি, বেশ লক্ষ্মী হয়ে পড়া কোরো।

রামলোচনবাবু চলিয়া গেলেন। শীলা তার খুড়ীমাকে বলিল, "আর কিছু কাজ নেই?"

—না আর কি কাজ কর্ব্বে বাছা, ঐ অমিকে পড়ানো, ওকি সামান্য কাজ, আমি তো অবাক হয়ে গেছি! মেয়ে মানুষে এত লেখা-পড়া শেখে, আজকাল ছেলেরা কি কর্ব্বে? তোমার বয়স কত হয়েছে?

—আমি উনিশ বছরে পড়েছি।

—উনিশ, ওঃ তা তোমার বাবা কি খৃষ্টান ছিলেন? তোমার মা কি মেম ছিলেন?

—না আমার মা ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাবা কাজ করতেন, সেই সময়ে আমার বাবাও তথায় যান, পরে তাঁদের বিয়ে হয়।

গৃহিণী চিন্তিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। অমি শীলার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

শীলা অমিকে পড়া বলিয়া দিল। সে নূতন নিয়মে কিণ্ডার-গার্টেনের নিয়মানুযায়ী পড়া শিখিয়াছিল; অমিকে অতি সহজে পড়া মুখস্ত করাইয়া দিল। অমিও তাহার কাছে পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

দ্বিপ্রহরে অন্নদাবাবুর যাত্রার সময় উপস্থিত। আহারের সময় শীলার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামলোচনবাবু আপনার কার্য্যস্থানে গিয়াছিলেন। শীলা বাহিরে যাইবার পর অন্নদাবাবু বলিলেন, "মা আমি চল্লুম, যদি তোমার কোনো কষ্ট হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমায় জানিয়ো। আমি গৃহ-

শূন্যলোক। (বহুদিন হইল অন্নদাবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, দুই কন্যা বিবাহিতা হইয়া স্বামীর ঘরে আছেন।) নতুবা আমি তোমায় আমার কাছে রাখতুম। আমি বুঝতে পারচি তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে সব সহ্য কোরো। তোমার পিতৃ-আজ্ঞা—সেই আজ্ঞা পালন করলেই তুমি সুখী হবে।"

শীলার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সুকুমার গৌরবর্ণ আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্নদাবাবু তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ছি কেঁদ না মা, যদি নিতান্ত না থাকতে পার, আমায় সংবাদ দিয়ো। যদি কোনো কষ্ট হয়, আমায় জানিয়ো। রামলোচনবাবু তোমার পিতার সহোদর না হলেও ভ্রাতা। তোমায় তিনি স্নেহ করবেনই। তদ্ভিন্ন প্রভাতবাবুর মা তোমায় সর্ব্বদা নিয়ে যাবেন। তাঁদের বাটীতে গেলে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হবে। তোমার তা'হলে এখানে বাস করা কঠিন হবে না। আমি রামলোচনবাবুকে বলে দিয়েছি, তুমি ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, তোমায় যেন হিন্দু ঘরের কন্যার মত বন্দী করে না রাখেন। তিনি তাতে সম্মত হয়েচেন। তুমি প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাটা তোমার খরচ বলে' তাঁরি হাতে দিয়ো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এমন সময় অচ্যুত আসিয়া বলিল, "গাড়ী কেত্তে বেলে আসিলানি। রেল গাড়ির টেম হেইগলা আপন চিবা পরা। * অন্নদাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি যে কড়মড় করে বুঝি না। কি বোলছো বাপু? গাড়ী আয়া হ্যায়? আচ্ছা উসকো থোড়া ঠহরণে বোলো।"

—গাড়ী তো ঠহরবে, সরকারের রেল ভি ডরর মারে ঠহরি চিব? টেম যে হেই গলা। †

"—তবে আসি মা। চিঠি দিয়ো, সর্ব্বদা যেন খবর পাই। আমার অনু-নীরুও যা, তুমিও তাই।"

শীলা কাঁদিয়া ফেলিল ও নমস্কার করিয়া বলিল, "কাকাবাবু, আজ আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমার লক্ষ্ণৌর সব বন্ধন ছিঁড়ে গেলো।"

অন্নদাবাবু পুনরায় তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

অমি নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। দিদি-ভাইয়ের চোখের জলে সে বিশেষ ব্যথিত হইতেছিল। সে শীলার মুখের কাপড় সরাইয়া বলিল, "দিদিভাই, তুমি কেঁদ না, আমি তোমায় কোনো কষ্ট পেতে দেবো না আমি তোমায় দেখবো, যত্ন করব।" তার কথা শুনিয়া ও গম্ভীর মুখের ভাব দেখিয়া শীলার সেই দুঃখেও হাসি আসিল। সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

অমি বলিল, "চল দিদিভাই, আমরা ঐ জমীদারবাবুর বাগানে যাই।"

—মা যে বকবেন।

—মা এখন ঘুমুচ্ছেন, মা কি করে জানবেন, ঐ বাগান দিয়ে ঠিক নদীর ধারে যাওয়া যায়। ওখানে ওঁদের কেমন একটি বোট আছে, বোটের ঘর আছে। চল না দিদিভাই।

* গাড়ী কখন এসেছে, রেলের টাইম হয়ে গেল আপনি না আজ যাবেন?

† গাড়ী তো দাঁড়াবে, কিন্তু সরকারের রেলও কি ভয়ে দাঁড়াবে?—বেলা যে হল।

শীলা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নির্জ্জন জনশূন্য পথ। সে অমিয়ার সহিত অগ্রসর হইয়া সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেই বৃহৎ অট্টালিকা চারিদিকে রুদ্ধ। উদ্যান অযত্নে পালিত। চারিদিকে ঘাস-বন, সুন্দর লোহ-রেইল নানাস্থানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেই অট্টালিকার এক প্রান্ত দিয়া অমি তাহাকে ফলের উদ্যানে লইয়া আসিল। শীলা তাহাকে বলিল, "এখানে কেউ আসবে না তো?"

—"কেউ নেই দিদিভাই, কেবল দু'জন মালী থাকে, আর রাত্রে একজন চৌকিদার থাকে। আমি তাদের সকলকেই খুব জানি, তুমি এস না।" এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। সে-স্থানের কি সুন্দর শোভা! নদী সেইস্থান দিয়া বক্র হইয়া অন্য দিকে গিয়াছে। নদীর ধার বৃক্ষলতায় পূর্ণ। প্রকৃতি যেন আপনার মনোরম শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শীলা দেখিল, নিকটেই একটি বোট-হাউসে একখানি বোট রহিয়াছে। নদীর সেই শোভা দেখিয়া সে ধীরে ধীরে নদীর তীরে বসিয়া পড়িল। তাহাকে সেখানে বসিতে দেখিয়া অমি সুখী হইল না। তাহার ইচ্ছা বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদিভাই, তুমি একটু বস, আমি কিছু ফুল তুলে আনি, আর ঐ পেয়ারা গাছ থেকে দুটো পেয়ারা পেড়ে আনি।"

—পরের জিনিস কেন নেবে?

—আমায় কিছু বলে না দিদিভাই। মালীরা আমায় খুব চেনে, তারা আমায় কত জিনিস দ্যায়।

—তারা দ্যায় সে অন্য কথা। না বলে নিলে চুরি করা হবে তা তো জান?

—আচ্ছা, আমি মালীর ঘরে গিয়ে মালীকে বলেই আনছি। ঐ দেখ মালীদের ঘর দেখা যাচ্ছে।—এই বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৪

শীলা সেই নদীর ধারে, জলের প্রতি অন্য-মনে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে দেখিতে পায় নাই যে, তাহা হইতে কিয়দ্দূরে আর এক-জন লোক পুস্তক-হস্তে বসিয়াছিলেন। তিনি শীলাদের বহুদূর হইতেই দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। শীলা আনমনে নদীর প্রতি চাহিয়া-ছিল; সে বুঝিতেও পারে নাই যে, তাহার নিকটেই একব্যক্তি তাহার প্রতি অপলক-নেত্রে চাহিয়া আছে। শীলার হৃদয় চিন্তায় শতছিন্ন হইতেছিল। এইপ্রকার জীবন সে কতদিন কাটাইবে! সে যেন কল্পনায় বর্ত্তমান জীবনের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় শুষ্ক পত্রে পদ-শব্দের মত শ্রুত হওয়ায় সে ফিরিয়া চাহিল। অমনি আর একজনের দুটি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। অপরিচিত ব্যক্তির সে-দৃষ্টিতে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল। লক্ষ্ণৌতে সে যখন ছিল, সে কখনো পর্দার ভিতর থাকে নাই। পিতার বন্ধু-বান্ধব সকলের সম্মুখেই সে বাহির হইত ও অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিত। অদ্য এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সহসা তাহার হৃদয়ে কে যেন লজ্জার ভার চাপাইয়া দিল! অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"ক্ষমা কোরবেন, আমি না-জেনে আপনার নির্জ্জনতা

ভঙ্গ করেছি।” শীলা কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল,—‘আমরাই না-জেনে এ বাগানে এসেছি।’ অমিয় বলিল,—‘এ-বাগান জনশূন্য—কেউ থাকে না’, তাই এসেছি।”

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, “আমিও এখানে নূতন এসেছি, শুনলুম এ বাড়ীটি খুব সুন্দর, তাই দেখতে এসেছিলুম। আমি এই বাগানের শেষেই একটি ছোট বাড়ীতে এসে আছি। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমিও সকলের অপরিচিত.”

শীলা বলিল, “আমিও তাই।”

—আমি রামলোচনবাবুর সহিত দেখা কোরবো, তাঁর বাড়ী কোথায় জানেন কি?

—জানি বই কি, তিনি আমার কাকা হন। এই বাটীর অপর পার্শ্বেই তাঁর বাটী। ওই যে অমিয়ও আসছে।

—ওটি বুঝি আপনার ভাই?

—আমার খুড়তুত ভাই।

অমিয় আসিয়া একদৃষ্টে অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, “তোমার নাম কি? তুমি কি এই বাগানে বেড়াতে ভালবাস?” অমিয় লুকাইয়া বাগানে আসে। আজ দিদিভাইয়ের সহিত আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়ায় অতিশয় লজ্জিত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, “আমি প্রায়ই আসি, মালীর আমায় চেনে, আমায় বকে না। দিদিভাই কেবল আজ এসেছেন। তিনি কিছুতেই আসছিলেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলুম। মা জানলে কত রাগ করবেন”।

—তোমার হাতে ও কি?

—কাগজের নৌকো, জলে ভাসাবো বলে মালীর ঘর থেকে করে এনেছি।

—আচ্ছা দৌড়ে ভাসিয়ে এসো, আমি এখান থেকে দেখছি।

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে কেমন এক সুন্দর ভাব ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া বালকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তাহার দিদি-ভাইকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু সে জলে নৌকা ভাসাইতে গেল।

অপরিচিত ব্যক্তি শীলাকে বলিলেন, “আপনি এখানে নূতন এসেছেন। আপনার পিতার নাম কি?”

—আমার পিতা সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর নাম অভয়াচরণ মিত্র, তিনি লক্ষ্ণৌতে বাস করতেন।

—আপনি লক্ষ্ণৌর অভয়াবাবুর কন্যা! তিনি কি সুন্দর বেহালা বাজাতেন! তাঁর বেহালা শুনে না-কেঁদে থাকা যেত না।

শীলা আগ্রহের সহিত বলিল, “আপনি আমার বাবাকে জানতেন?”

—খুব জানতুম, সে-বছর বম্বেতে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলুম, তাঁর গান-বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

—আপনার নাম জানলে মনে করতে পারি যে, বাবা আপনার নাম কখনো বলেছেন কি না।

—আমার নাম সুপ্রকাশ রায়।

শীলা নিরুত্তরে রহিল।

—আপনি বোধ হয় তখন ইস্কুলে ছিলেন।

—তা হবে। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার বাবাকে আপনি জানতেন শুনে আনন্দিত হলুম।

—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমি কাল কোনো বিশেষ কাজের জন্ত রামলোচন-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো।

—আমি কি তাঁকে আপনার কথা বলবো?

—না তা আর বলবেন না, আমি নিজে গিয়েই যা-বলবার বলবো। ঐ যে অমিয় ফিরে আসছে।

অমিয় আসিয়া দিদিভাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দিদিভাই চল বাড়ী যাবে।"

শীলা তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয় দেখিয়া সুপ্রকাশ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আবার দেখা হবে।"

শীলা অমিয়র সহিত চলিয়া গেল। তাহারা বাটীর একপার্শ্ব দিয়া আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণে যেই প্রবেশ করিল, অমনি বামুন ঠাকুর বলিল, —"কাঁহি যাইথিল? মা বড়া রিষা হউছন্তি। কো আড়ির মেম মানে আসিলন্তি। দিদিরে খুঁজুছন্তি সেই। মুজানে এসব খোকা বাবুর খেল। কো আডে লুকি থিলে, মু যে খুড়ি খুড়ি হয়রান হইগলি।" *

শীলা ইহার এক বর্ণও বুঝিল না, অমিয় শীলাকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর বলছে কোন মেয়েরা এসেছে। তোমায় দেখতে এসেছে বুঝি দিদিভাই? না হলে আমাদের বাড়ীতে তো মেম আসে না।"

শীলা তাহার সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখেই দুখানা ভগ্নপ্রায় চেয়ারে দুইজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী ও বধূ বা কন্যা বসিয়া আছেন। গৃহিণীর সাজসজ্জা বিধবার মত। শুভ্র বস্ত্র পরিধান, কিন্তু গায়ে জ্যাকেট আছে ও একখানি রেশমের চাদরে দেহ আচ্ছাদিত। বধূ বা কন্যা আধুনিক বেশ-ভূষায় সজ্জিতা, পায়ে জুতা-মোজা। সুন্দরী না হইলেও বেশ সুন্দর নম্র মুখ। শীলা সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সে যেন এখন আর এ-প্রকার সমাজের লোকদের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে। দুইদিন খুড়ীমার বাড়ী আসিয়া তাহার অজ্ঞ সমাজের সহিত যেন মধ্যে এক সমুদ্রের ব্যবধান আসিয়াছে! বর্ষীয়সী মহিলা মুগ্ধনেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কেশরাশি খোলা রহিয়াছে। যেন শ্যামল পল্লবের মধ্যে গোলাপপুষ্পতুল্য মুখখানি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। বেশ-ভূষা কিছু নাই, তবু মুখের কি শ্রী! শীলার খুড়ীমা শীলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এঁরা যে অনেকক্ষণ এসেছেন। ইনি প্রভাতবাবুর মা, আর ইনি প্রভাতবাবুর স্ত্রী।" এই বলিয়া উভয়কে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রভাতবাবুর মাতা শীলাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এস মা বস, তোমার নাম কি?"

—চারুশীলা, কিন্তু আমায় সবাই শীলা বলেই ডাকে।

প্রভাতবাবুর স্ত্রীর ডাকনাম বেলা। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হবে না মা, বেলা আর শীলা; আমাদের আর চাঁদতে কাজ নেই, কি বল?"

প্রভাতবাবুর মা হাসিয়া বলিলেন, "এখন চুপ কর বাছা, সে-সব কথা পরে হবে।" তার পর শীলার হাত ধরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,

* কোথায় গিয়াছিলে? মা রাগ করছেন। কোথাকার মেয়েরা এসে দিদিকে খুঁজছে। আমি জানি এসব খোকাবাবুর খেলা। কোথায় লুকিয়েছিলে, আমি যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হলাম।

"আপনার ভাস্থরঝিকে কাল আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।" শীলা একবার খুড়ীমার ও একবার প্রভাতবাবুর মার প্রতি চাহিল।

গৃহিণী বলিলেন, "যাবে বই কি। আপনাদের বাড়ী আর যাবে না? নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো। একথা আর দু'বার বলতে হবে কেন?"

বেলা বলিল, "কাল আমাদের বাড়ীতে একটা পার্টি আছে, অনেকেই আসবেন। শীলা, তোমার নিজের যা ভাল ড্রেস আছে, তাই পরে এসো। শুনেছি লক্ষ্ণৌতে তুমি আমাদের মতই থাকতে, তেমনি ভাবেই এসো। আর কাল দু'একটা গানের খাতা এনো। তোমার গানের খুব প্রশংসা শুনেছি।" শীলা তাঁহাদের এই ব্যবহারে আশ্চর্য্যও হইল, সুখীও হইল।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তার পর বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলেন এবং যাইবার সময় প্রভাতবাবুর মা পুনরায় শীলার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাল তাহ'লে এসো মা।"

বেলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কাল শীগ্‌গির এসো ভাই, আমি তোমায় একটি জিনিস দেখাবো।" তাঁহারা প্রফুল্লমুখে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শীলার খুড়ীমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "পাপ কি এত সহজে বিদায় হবে?"

শীলা আপনার শয়নকক্ষে গিয়া বাঁচিল। একণ তাহার স্মৃতি মন্থন করিয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখ তাহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিল। সে-মুখ যেন কত পরিচিত, কত আপনার! আবার কি দেখা হবে, কে জানে? তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আর সেই অপরিচিত ব্যক্তি—যিনি সুপ্রকাশ নামে নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি ভূশয়নে শুইয়া ভাবিতেছেন, "আবার এ কি জটিল জালে পড়িলাম। কালই চলিয়া যাইব। এই একমুহূর্ত্তের দেখা, ইহাতেই চিত্ত এত চঞ্চল! কত দেশ ঘুরিলাম, বিলাত পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম, এমন সুন্দর মুখ তো কোথাও দেখি নাই। তা কেন? জগতে সুন্দর ঢের আছে, কিন্তু আমার চোখে বুঝি এমন সুন্দর আর কোথাও নাই! আর কি দেখিতে পাইব, কে জানে? রামলোচন-বাবু তো হিন্দু, তাঁর ভাই ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি এই কন্যাকে ঘরে রাখিয়াছেন। কাল সব জানিতে পারিব। যাইব, কি যাইব না? আচ্ছা গেলে যে ধরা দিতে হবে, তার অর্থ কি? গত জীবনের সকল কথা ভুলিয়া যাই, মুছিয়া ফেলি। আবার নূতন জীবনে নূতন খেলা আরম্ভ করি। আর গত জীবন? তাতে আমারই বা কি? ঐ যে নদীর স্রোত ভাসিয়া যাইতেছে ওকে যদি বলি ফিরিয়া যা, সে কি কখনো তা যাবে? আমার মনের ভাবের কি আর পরিবর্ত্তন হইবে? তা তো আর মনে হয় না। জগদীশ্বর, আমরা তোমার হাতের খেলার পুতুল, আমাদের লইয়া কি খেলা খেলাইবে তা তুমিই জান। যে-প্রাণ মরুভূমি ছিল, আবার যেন তাহাতে আশা-বারি সিঞ্চন করিতেছ? আবার কি তাহা ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ হইবে? যে-জীবন একইভাবে কাটাইব ভাবিয়াছিলাম, সে-জীবনে কেন আবার এই পরিবর্ত্তন!

সুপ্রকাশের মনে নানাভাবের আন্দোলন হইতে লাগিল।

৫

সন্ধ্যার পর রামলোচনবাবু গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন, "আজই যে মস্ত ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে প্রভাতবাবুর মা এসে শীলাকে দেখে গেলেন।" রামলোচনবাবু সাগ্রহে বলিলেন, "সত্যি নাকি, কি বললেন ?"

—এমন কিছু বলেন নি। কাল তাঁদের বাড়ীতে শীলাকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। আমাকেও যেতে বলছিলেন, আমি বলে দিলুম ও-সব আমা দ্বারা হবে না। কি গেরোই ঘটিয়েছ। এ বিপদ কেটে গেলে বাঁচি।

—তোমার আর কিসের গেরো। তোমার তো মেয়ে বিয়ে দেবার নেই যে, তোমার জাত যাবে। বেশ তো দাদার মেয়ের জমিদারের ঘরে বিয়ে হবে, আমাদের লোকসান কি ? আরো ঢের লাভ হবে। আমাদের কিছু দিতে হবে না, উল্টে পাওনা হবে।

—ঐ যা বলেছ, না হলে আমি কি একদণ্ড ওকে বাড়ীতে রাখতুম। ম্লেচ্ছ খৃষ্টান কোথাকার, বুড়োধাড়ী মেয়ে করে রাখবেন, আর ভুগবো কি না আমরা।

—যাই বল, যাই কর, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। আমার তো ওর ওপর মায়া পড়েছে।

গৃহিণী উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি মায়াব শরীর গো, মরে যাই আর কি। তবে ও আমার অমিয়টার একটু উপকার হয়েছে বোধ হয়। সে ছেলে আর নেই, হুটুমির নাম নেই। কি-রকম বশ করে ফেলেছে, আশ্চর্য্যি !

—ছেলে যার বশ হয়, সে খুব ভাল লোকই হয়। বড়দের চেয়ে ছেলেরা মানুষ চেনে। তুমি দু'চার দিন চুপ করে থাক, এই লগ্নে কাল এসেছে বইতো নয়। দেখবে এক মাসের মধ্যে প্রভাতবাবুরা ওকে নিয়ে যাবেন।

—ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। হে মা কালী, উদ্ধার কর মা। বড় বিপদেই পড়েছি।

পরদিন প্রভাতে শীলা সেই নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরটিতে বসিয়া অমিয়কে পড়াইতেছিল। এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, সুপ্রকাশ আসিয়াছেন ! রাম-লোচনবাবু উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় কি চাই ?"

সুপ্রকাশ রামলোচনবাবুকে নমস্কার করিয়া, নিজের বক্ষের পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া রামলোচনবাবুর হাতে দিলেন। রামলোচনবাবু চসমা-সংযোগে নিম্নলিখিত পত্র পাঠ করিলেন,—

সবিনয় নিবেদন—

এই পত্রবাহক শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ রায়, আমার আত্মীয় ও বন্ধু। আমার কটকের বাটীর চাবি ইঁহার হাতে দিবেন এবং ইনি যাহা বলিবেন শুনিবেন। ইনি আমার কটকের জমিদারীও দেখিবেন এবং বাটীর জীর্ণ সংস্কারও করিবেন। আমার এই পত্রের উত্তর দিতে হইলে কলিকাতার উকীলের ঠিকানায় দিবেন।

নিবেদক

এস, রায়।

চিঠির কাগজে ও খামে এস, রায়ের নামাঙ্কিত ছাপ। মিঃ এস, রায় কটকের একজন মস্ত জমিদার। বহু বৎসর হইতে

তিনি কটক আসেন নাই। কটকের বাহিরে নানাস্থানে তাঁর জমিদারী ও বাড়ী আছে। সম্প্রতি তাঁহার কটকের জমিদারীর ম্যানেজার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য রামলোচনবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। রামলোচনবাবু যে-বাড়ীতে বাস করেন, তাহাও ঐ জমিদারের বাড়ী; এবং যে-ইস্কুলে তিনি কাজ করেন, তাহাও ঐ জমিদারের। তিনি পত্র পড়িয়া সুপ্রকাশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বসুন চাবি এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ সেই উন্মুক্ত দ্বারের নিকট গিয়া শীলাকে নমস্কার করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি বুঝি আপনার ছাত্র।"

শীলা লজ্জিত হইয়া বলিল, "হাঁ এ দু'দিন আমিই ওকে পড়াচ্ছি।"

অমি বলিল, "দেখুন আমি মোটে মুখস্থ করতে পারতুম না, দিদিভাই আসা অবধি কত শীঘ্র পারি।" এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল,

The boy stood on the burning deck,

ক্রমাগত এই লাইন বলিয়া যায়, আর দ্বিতীয় লাইন মনে করিতে পারিতেছিল না, দেখিয়া সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,

Whence all but he had fled.

অমি 'হয়েছে' বলে তার পরের লাইন বলিয়া গেল ও শেষে বলিল, "আপনার এত মনে আছে!"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি পড়া কর।" তারপর শীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি এখানে আর কাকেও জানেন না?"

—মা যার প্রভাতবাবুর মা এসেছিলেন, আজ আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

—কোন্ প্রভাতবাবু? প্রভাত বসু? যাঁর ভাই সুব্রত এবার ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন?

আমি তা জানি নে; আমায় কাকাবাবু বলে গেলেন, আমার মায়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিল; আর বাবাও আমায় বলে গেছেন যেন এঁদের বাড়ী যাওয়া-আসা করি।

এমন সময় রামলোচনবাবু আসিয়া বলিলেন, "এই নিন মশায় চাবি, ও আপনি বুঝি অমির পড়া দেখছেন!"

—কাল অমি ও তার দিদির সঙ্গে নদীর ধারে দেখা হয়েছিল, তাই পরিচয়ও হয়ে গেছে।

—শীলাকেও দেখেছেন? কই শীলা তো বাড়ী এসে কিছু বলে নি!

—এ আর কি বলবেন, ওঁর কি অত মনে আছে? তা আপনার ছেলেটি বেশ পড়ে, বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলেটি, আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। কি বল অমি?

পুত্রের প্রশংসায় কোন্ পিতার হৃদয় না উল্লাসিত হয়। রামলোচনবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "শীলা আমার দাদার মেয়ে, দাদা ব্রাহ্ম ছিলেন।"

—আমি তাঁকে খুব জানতুম; কি সুকণ্ঠই তিনি ছিলেন। দুঃখের বিষয় সে-কণ্ঠ বাংলা দেশের কেউ শুনলে না।

রামলোচনবাবু আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "আপনি তা হলে দাদাকেও জানতেন! আপনার বাসা কোথায় হয়েছে? ও-বাড়ী তো আজ ক'বছর বন্ধ!"

—আমি নদীর ধারে ছোট বাংলোতে আছি; আমি ও-বাড়ী মেরামত করাবো। মিঃ রায়

আমায় সেইজন্যই এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি খুব সম্ভব এই শীতকালেই আসবেন।

—মিঃ রায় আসবেন? আচ্ছা আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সুপ্রকাশ অমিকে বলিলেন, "তুমি ও-বাগানে যেয়ো, আমি এখন ওখানেই থাকবো, কিছু ভয় পেয়ো না।" তারপর শীলাকে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। রামলোচনবাবু তাঁহাকে মিঃ রায়ের বিষয় ছচার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ উত্তর পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "যা জানতে চান, তাঁর উকীলের ঠিকানায় তাঁকে পত্রে জানাবেন। আমায় কয়েকটি কাজের ভার দিয়েছেন তাই আমি এসেছি।"

—না, এই ম্যানেজারিটার জন্ত বলছিলুম, আমি তো দরখাস্ত কোরবোই, কিন্তু আপনি যদি একটু লেখেন তো বড় ভাল হয়।

"—আচ্ছা আমি তা লিখবো। এখন তবে আসি।" যাইবার সময় তাঁহার উৎসুক নয়ন আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের দিকে পড়িল। কিন্তু শীলাকে দেখা গেল না, তিনি চলিয়া গেলেন।

রামলোচনবাবু অন্তঃপুরে গমন করিবার সময় শীলাকে বলিলেন, "সুপ্রকাশবাবুর সহিত দেখা হলে কথা বোলো, যদিও আমাদের সমাজে ওসব চলে না, কিন্তু তোমায় তো আমাদের মত রাখলে চলবে না; তবে বেশি মেলামেশা কারো সঙ্গে কোরো না। তোমরা কিভাবে মানুষ হয়েছ, আমি কিছুই জানি নে। যখন সকলকার সামনে বাহির হও, তখন কথা বলবে না কেন। এই তো প্রভাতবাবুর স্ত্রী খোলা গাড়ীতে ঘুরে বেড়ান। তবে আমাদের ঘরে ওসব পোষায় না।"

শীলা বলিল, "আমি এখানে সকলকার সঙ্গে কেন মিশবো? বাবা একলা ছিলেন, আর আমরা চিরকাল লক্ষ্ণৌতে ছিলুম, তাই সকলকার সঙ্গেই জানাশোনা ছিল। সুপ্রকাশবাবু কাল বলছিলেন, তিনি বাবাকে চিনতেন। তিনিই আগে কথা বললেন, তাই উত্তর দিলুম। আপনারা যেমনভাবে বলবেন আমি সেই ভাবেই থাকবো।"

—তোমার যাতে ভাল হয় আমি তাতেই সুখী হব। তুমি আমার দাদার মেয়ে, এত দিন তোমায় দেখি নি, মায়াও পড়ে নি। এখন তোমায় দেখে পর্যন্ত মনে হয়, তোমার ভাল হলেই সুখী হব। সুপ্রকাশবাবু যখন মিঃ রায়ের আত্মীয়, তখন ভাল লোকই হবেন। তাঁর সঙ্গে ভাল ভাব রাখাই ভাল। যখন একবার কথা বলেছ, তখন আর কথা বন্ধ করবে কি করে? তা ছাড়া তোমাকে এখন ঐ-সব দলেই মিশতে হবে।

তাহার পর তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় দুইজন চাকর তত্ত্ব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। অমি তাহাদের লইয়া ভিতরে গেল। শীলা উপরে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

প্রভাতবাবুর মা মাছ-তরকারি ও ফল পাঠাইয়াছেন। রামলোচনবাবু ও গৃহিণী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কাঁচা মাছ-তরকারি বা ফলে তো দোষ নাই; সেগুলি রাখিয়া চাকরদের কিছু বখশিস দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা যাইবার সময় বলিয়া গেল, ঠিক ৩টার সময় গাড়ী আসিবে।

শীলা তিনটার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইল। একখানি শুভ্র রেশমের বস্ত্র পরিধান করিল,

ও নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইল। সে জানিত না যে, তাহার জন্য সেখানে কত আয়োজন হইতেছে। এমন সময় অমি আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে, অমির হাতে কয়েকটি ফুল ছিল। সে বলিল, "দিদিভাই আমি সুপ্রকাশবাবুর বাগানে গিয়েছিলুম, কি সুন্দর ফুল এনেছি দেখ। আমি সুপ্রকাশ বাবুকে বল্লুম, 'দিদিভাইকে ফুল দেবো পেড়ে দিন।' যে উঁচু গাছ, আমার হাত গেল না। সুপ্রকাশবাবু খুব ভাল। আমায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লুম, 'তুমি এখনি প্রভাতবাবুর বাড়ীতে যাবে।'"

শীলা লজ্জিতভাবে ফুলকয়টি লইল ও একটি পিন দিয়া অঞ্চলে সংলগ্ন করিল। তার পর অমির সহিত নীচে নামিয়া গিয়া খুড়ীমার নিকটে দাঁড়াইল। গৃহিণী যদিও তাহার সেই বেশ-ভূষায় খুসী হইলেন না, কিন্তু তাহার প্রতি প্রশংসার দৃষ্টিতে না চাহিয়াও থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "বেশ হয়েছে, ঈশ্বর করুন, যেন সব ভাল হয়।"

শীলা দেখিল তাহার জন্য ল্যাণ্ডো গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। উপরে ঢাকা আছে, কিন্তু দুই পার্শ্বের দেরাজ মুক্ত। সে গাড়ীতে আরোহণ করিবামাত্র গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। একবার সে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে গেল; দেখিল, সেই বৃহৎ অট্টালিকার গেটের সম্মুখেই সুপ্রকাশবাবু দাঁড়াইয়া আছেন! একবার চকিতের মত তাঁহার দৃষ্টির সহিত শীলার দৃষ্টি মিলিত হইল। তাহার চক্ষে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশিত হইল। শীলা স্থির হইতে-না-হইতে গাড়ী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

১

আজি মান অপমান হউক সমান,
যশঃ, অপযশ তুল,
স্নেহ, অনাদর বিভব, অভাব
কাটুক মোহের ভুল।

২

আজি ধূলির মতন কর অবনত
সবারি চরণতলে,
সব মলিনতা ভাসাইয়া দাও
তাপিত নয়ন-জলে।

৩

আজি রবির মতন উজল আভায়
দাঁড়াও জীবন-পথে,
হৃদয়-বাহির হোক্ আলোকিত
তাহারি আলোক মতে।

৪

আজি কর-গো বিকাশ জীবন মুকুল
ও-পদ পূজার তরে,
বিফল জনম হউক সফল
তাহারি আশীষ-বরে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

প্রলয় ।

নীল গগন-গর্ভে সৌরজগৎ যত,
মিশাইবে মহাশূন্যে কল্পান্ত কালের মত।
বাতাস বহিবে নাকো, জ্যোতিঃ নির্ব্বাসিত হবে,
নিবিড় আঁধার-মাঝে চরাচর ডুবে রবে।
এ বিশ্ব ডুবিয়া যাবে অনন্ত শূন্যের কোলে,
কেবল একটি শব্দ রহিবে সে শূন্যতলে।
ওঁকার-ধ্বনিতে বিশ্ব স্পন্দিত হইবে শুধু,
তোমার রচিত বিশ্বে তুমি একা রবে প্রভু।

শ্রীমতী কমলা দেবী।

নববর্ষ।

এস নববর্ষ লয়ে সুখহর্ষ নবীন আশার ছাতি।
বিষাদ বেদন পুরাতন স্মৃতি করি দূরে
অপহৃতি॥
নবীন বাসনা নবীন সাধনা লভি সিদ্ধ
মনোরথে।
প্রতিজন-চিত করি প্রফুল্লিত তব আগমনী-
গীতে॥
হের গো প্রকৃতি করিছে আরতি গম্ভীর
মেঘ-মন্দ্রণে।
শুভ-শঙ্খরবে সহকার-শাখা দোলাইয়ে মৃদু
পবনে॥
পূত অশ্রুজল পাদ্য নিরমল নীহার-কণিকা-
ছলে।
সুরভি কুসুমে সাজাইয়া অর্ঘ্য নব নব
দূর্ব্বাদলে॥
চাঁপা নাগেশ্বর গন্ধরাজ-গন্ধে মধুপ-গুঞ্জনে
মাতিয়া।
পিক কুহুরব বিহগের তানে জয় জয় রবে
ভরিয়া॥
দিগঙ্গনা-সনে ফুল-আভরণে উজ্জ্বল-মধুর
বেশে।
বিজন বিপিনে তব আবাহনে, মহা সাধনার
আশে॥
মালতীর মালা পূজা-উপহার অর্পিতে
চরণ-তলে।
কায়-মন-সহ পুষ্পাস্তৃত পথে প্রেমের মোহন
বলে॥
মুগ্ধ মানসে ভক্তি-প্রীতি-বশে গাহিয়া মঙ্গল
গীতি।
অনুদিন-ক্ষণ রয় নিগমন তব সুকল্যাণ মতি॥
নিকুঞ্জ-ভবনে হৈম সিংহাসনে আকুল আহ্বান-
ভরে।
তন্ময়তা প্রাণে সুগভীর ধ্যানে আশাপথ চাহে
ধীরে॥
স্ফুট মল্লিকার লাজ বরিষণ ধরিয়া অজস্র শিরে।
এস গো ত্বরায় স্নেহধারা বরষের নিখিলের তাপ
হরে।
নিসর্গের খেলা না করিয়া হেলা এ বিপুল
আয়োজন।
না করিয়া ব্যর্থ প্রকৃতি-বালার রক্ষা কর
নিমন্ত্রণ॥

শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস।

পেশীমণ্ডল।

জীবদেহে পেশীগুলি গতিশক্তি-বিধায়ক যন্ত্র। তাহাদিগের আকার ও সংখ্যা শরীরকে সুন্দর এবং সুঠাম করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে পেশীগুলি অস্থির চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত এবং তাহারা তত্তৎ স্থানের রক্ষা করিয়া থাকে। কোনো কোনো গ্রন্থিস্থানের ইহারাই প্রধান রক্ষক। দেহের যে সকল স্থানে রন্ধ্র আছে, পেশীনিচয় তন্মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাদিগের আচ্ছাদনীরূপে অবস্থিত আছে; চাপ দিলে তাহারা অবনত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে তাহারা স্বীয় অবস্থায় আগমন করে।

পেশীনিচয় মাংস বই আর কিছুই নহে। উহারা দেখিতে লালবর্ণ। উহাদিগের মধ্যে যেটি যেরূপ ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আকৃতিও তদনুরূপে গঠিত। তাহারা সমান সমান তন্তুদ্বারা সৃষ্ট, পাশাপাশি অবস্থিত এবং ত্বৈকশিক ঝিল্লীর বুনন দ্বারা একত্র রক্ষিত। অঙ্গের প্রান্তদেশে পৈশীক তন্তুরও অন্ত হইয়াছে। তাহার কোষময় গঠন প্রান্তদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া মাংসপেশী-বন্ধনীরূপে পেশী-নিচয়কে অস্থির উপর সংলগ্ন রাখিয়াছে।

বন্ধনীগুলি প্রশস্ত পেশীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত। পেশীতন্তুর বিন্যাসও বন্ধনীনিচয়ের সম্বন্ধে আসিয়া বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কোথাও তাহারা লম্বালম্বিভাবে বন্ধনীর মধ্য দিয়া প্রত্যেক প্রান্তে আসিয়া শেষ হইয়াছে। কোথাও তাহারা পাখার ন্যায় বন্ধনীর কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিয়াছে। কোথাও তাহারা পালকের ন্যায় বন্ধনীর একদিকে এবং কোথাও বা উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।

পেশীনিচয় দেখিতে বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট পুলিন্দার ন্যায়। তাহারা অবশ্য আচ্ছাদনী দ্বারা আবদ্ধ। প্রত্যেক পুলিন্দা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পেশী এবং প্রত্যেক বন্ধনীতে ধমনী, শিরা, পোষক নাড়ী, স্পর্শচেতন এবং পরিচালক স্নায়ু আছে। মানবশরীরে পেশীর সংখ্যা চারিশতেরও অধিক। ইহাদিগের প্রত্যেকের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই।

পেশীর তন্তুনিচয় সঙ্কোচনের কার্য্য করিয়া থাকে। উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে পেশী-গুলি সঙ্কুচিত হয় এবং উত্তেজনা অপসৃত হইলে তাহারা শিথিল হইয়া পড়ে। যে সকল পেশীর উত্তেজনায় হস্ত উত্তোলিত হয়, তাহাতে যদি আমরা মানসিক বল প্রয়োগ করি, তবেই হস্ত উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমরা মানসিক শক্তি আহরণ করি, সেই মুহূর্ত্তে সুদৃঢ় পেশীনিচয় শিথিল হইয়া পড়ে। শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়ায় আমরা পেশীনিচয়ের সঙ্কোচন উপলব্ধি করিতে পারি। মনে কর আমাদিগকে কনুই বক্র করিতে হইবে। মাংসপেশীবন্ধনীর এক-প্রান্ত স্কন্ধাস্থিতে সংলগ্ন আছে এবং ইহা এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্রিয়া করিয়া থাকে। অপর প্রান্তের মাংসপেশীবন্ধনী হস্তের উপরার্দ্ধের অস্থির সহিত সংযুক্ত। যখন মাংসপেশীর উদর সঙ্কুচিত হইল, তখন দুইটি প্রান্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সন্নিকটে আসিল। ফলে কনুইয়ের সন্ধিস্থান বক্র হইল। এই নিয়মে প্রত্যেক সন্ধিস্থানের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। যখন

মাংসপেশীর তন্তুনিচয় সঙ্কুচিত হয়, তখন সঙ্কুচিত স্থান—যাহাকে আমরা পূর্ব্বে উদর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কঠিন হইয়া পড়ে। পেশীর সঙ্কোচন হয় বলিয়াই আমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে সক্ষম হই। ইহা দ্বারা কৃষক কৃষিকার্য্য, কর্ম্মকার হাতুড়িচালনা, গ্রন্থকার লেখনীসঞ্চালন, শিকারী শিকারের অনুসরণ, বক্তা বক্তৃতা, মহিলা বাস্তবিনোদন এবং নর্ত্তকী নর্ত্তনকালে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। কেবল যে অঙ্গচালনাই পেশীর সঙ্কোচনের উপর নির্ভর করে তাহা নহে; জৈবিক শক্তির যে-কোনো ক্রিয়া হউক না কেন ইহা দ্বারা সম্পাদিত হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শোণিত-সঞ্চারণ, পাকাশয়িক আন্ত্রিক এবং মানসিক ক্রিয়ানিচয় সকলই পেশীর উপর নির্ভর করে। মনও যে পেশীর অধীন তাহা মূর্চ্ছিতাবস্থায় বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। যদিও মূর্চ্ছাকালে চতুষ্পার্শ্বে কি হইতেছে রোগী তাহা জানিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

যখন জীবনের সুখ, স্বাস্থ্য, আনন্দ এবং কার্য্যতৎপরতার সহিত পেশীর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন কি নিয়মে তাহারা নিয়মিত এবং কি করিলে তাহারা সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম থাকে, তাহা জ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্বভাবের নিয়ম এই যে, যখন কোনো পেশী ঘন ঘন ক্রিয়া করে, তখন তাহার তন্তু মোটা, সুদৃঢ় এবং বিপুল বিক্রমের সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি পেশী সামান্যমাত্র কার্য্য করে, তবে তাহার আকার এবং শক্তির খর্ব্বতা হইয়া থাকে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, যদি মানবের পরিচ্ছদ কোনোরূপে বক্ষের পেশী এবং মেরুদণ্ডের অপ্রতিহত ক্রিয়াকে বাধা দেয়, তবে পেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন ইহাদ্বারা যে কেবলমাত্র ফুসফুসের উপযুক্ত বিস্তৃতি বাধা পায় তাহা নহে, বরং মেরুদণ্ড-ধারণকারী পেশীর দৌর্ব্বল্য সম্পাদিত হইয়া শরীরকে বক্র করিয়া ফেলে; সুতরাং রোগ স্বতই দেখা দেয়।

কেন যে ক্রিয়াদ্বারা পেশীর আকৃতি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার কারণ এই যে, ধামনিক শোণিত শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রে ক্রিয়ানুযায়ী আহরিত হইয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্যে যখন কোনো যন্ত্রে পুষ্টিকারী শোণিতের সরবরাহ হয় না, তখন তাহা দুর্ব্বল এবং ক্রমশঃ অক্রিয় হইয়া পড়ে। বিষয়টি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। একজন লোহাই-প্রস্তুত-কারকের হস্ত দেখিবে কেমন বৃহৎ ও সুদৃঢ়; কিন্তু তুমি যদি স্বীয় হস্তকে বন্ধনী দ্বারা ঝুলাইয়া রাখ, তবে দেখিবে তাহা কিরূপ ক্ষুদ্র ও কোমল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া কেমন প্রবল আছে। কিন্তু তোমার তাহা কিরূপ দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ-ক্রিয় হইয়া গিয়াছে তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে।

অতএব যখনই শক্তিহীনতা, মন্দাগ্নি এবং অপ্রফুল্লতা বোধ করিবে, তখনই উক্ত নিয়ম স্মরণ করিবে। ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর যে-নিয়মদ্বারা অস্থি এবং পেশীনিচয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি [illegible] হইবে।

যে-ব্যায়াম-দ্বারা অধিকাংশ মাংসপে[illegible] ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই উত্তম ব্যায়াম জান[illegible]

শ্রীহেমন্তকুমারী দে[illegible]

জন্মদিনে।

হাসিমুখে তুই এসেছে আবার
লইয়ে নবীন ডালি,
নবীন কিরণ নবীন ধারায়
পরাণে আনন্দ ঢালি'।
নবীন গাথায় দিয়াছে ভরিয়া
হৃদয়-অঙ্গন মোর
নবীন আশার মধুর নেশায়
নিশাটি হয়েছে ভোর।
উষার কিরণ উঠেছে রাঙিয়ে
গগনে পূরব-দ্বার,
পুলকে গাহিছে মধুর প্রভাতী
মুছিয়ে আঁধার তার।
ধুপ-গন্ধ-ধূমে হয়ে ভরপুর
হের গো এ ভুবন।
আনন্দ-আলোকে উজলিছে ভাতি
পূর্ণ নয়ন-মন।
করযোড়ে মাগি দেবতা-চরণে
প্রসাদ তোমার শিরে।
বরিষ বরিষ আশীর্ব্বাদ রাশি
শুভ জন্মদিন পরে॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

মরণ।

একিরে মরণ?
এযে মৃত্যু-পরপারে অনন্ত জীবন
বিবর্জ্জিত-ব্যাধিভয়, যেন আজি মৃত্যুঞ্জয়
লভিয়া পরমপদ শুদ্ধ নিরঞ্জন!
এ নহে মরণ!
কে বলে মরণ?
মৃত্যু কি কখনো পারে ঘুচাতে বন্ধন?
সংসারের দুঃখ যত, আজি তার পদানত,
চিরতরে নির্ব্বাপিত বাসনা-ইন্ধন।
নহে এ মরণ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বিবিধ তত্ত্ব।

নেংটে ইন্দুরগুলি পিপারমেণ্টের গন্ধ সহিতে পারে না। যেখানে নেংটে ইন্দুর ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইস্থানে একটু পিপারমেণ্ট রাখিলে তাহারা পলাইয়া যায়।

চিমনী কাটা নিবারণ করিবার বেশ ...ই আছে। একরুড়া ঠাণ্ডা জলে চিমনী ডুবাইয়া কড়া আগুনের উপর রাখ। যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন আস্তে আস্তে আগুনের তেজ কমাইয়া দাও। যখন জল ঠাণ্ডা হইবে, তখন চিমনী বাহির করিয়া তাহা ব্যবহার কর।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা— সর্পাঘাতের

চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অদ্যাপি সাহস করিয়া এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কলাগাছের রসে সাপের বিষ নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট রোগীকে কলাগাছের রস পান করাইলে সে আরোগ্য লাভ করে। 'টাইম্‌স্ অব্ সিলোন' পত্রে প্রকাশ;—সম্প্রতি কলম্বো সহরে এই চিকিৎসার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মিষ্টার অবিসিকিয়ার বহু চিকিৎসকাদির সম্মুখে একটি কুকুরের কাছে একটি গোক্ষুরা সাপ ছাড়িয়া দেন। সাপটি কুকুরটিকে পুনঃ পুনঃ দংশন করে। কুকুর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে ও অল্পক্ষণ মধ্যেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন কলাগাছ হইতে সদ্য রস বাহির করিয়া কুকুরটিকে পান করাইয়া দেওয়া হয়। একপেয়ালা রস পানের পর কুকুরটি সবল হইতে থাকে ও অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সাপের কামড়ে প্রতিবৎসর বহু লোকের মৃত্যু হয়—বিষধর সর্পবিনাশে সরকারী পুরস্কার দানের ব্যবস্থাও আছে। এই নূতন ঔষধের পরীক্ষা সরকারী হাঁস-পাতাল প্রভৃতিতে হইলে ভাল হয়।

ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম নিবাস — কাশ্মীরের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর্য্যগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাসস্থান সম্বন্ধে যে-সমুদায় গবেষণা এবং নূতন তথ্য-লাভ করিয়াছেন, তাহা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৭ই এপ্রিল তারিখের বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সভায় আমাদের গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্ম সমুদায় নিম্নে প্রদান করিলাম;—

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষকে আর্য্যজাতি বলে। তাঁহারা অন্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই আর্য্যজাতি হইতে বেবিলোনীয়ান, ইজিপ্সিয়ান, এজিয়ান এবং হিব্রুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পোণ্টাস্ এবং আর্ম্মেণিয়াতে আর্য্যগণ বাস করিতেন। চীনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং উল্লিখিত জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ কেহ আর্য্যদের সঙ্গেই একই স্থানে বসবাস করিতেন।

পোণ্টাস্, আর্ম্মেণীয়া ও এসিয়ামাইনরের বিভিন্ন স্থান হইতে আর্য্যেরা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বেদ এবং অপরাপর ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে-সমুদায় স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহা এবং ঐ সমুদায় অঞ্চলেরই বিবিধ স্থানের নাম ক্রীট্। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকগণ অনেকস্থলেই আদিম বাসভূমির নানাস্থানের নামের দ্বারাই তাঁহাদের নূতন দেশের নানাস্থানের নামকরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ আর্য্যগণও যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্থানসমূহের নামের দ্বারাই ভারতের নানাস্থানের নামকরণ করিলেন। ঠিক্ এই কারণেই বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে-সমুদায় স্থানের নাম এবং তাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ দেশ ভারতবর্ষের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বেদ রচিত হইবার সুদীর্ঘ কাল পরে, কেবল তাহাই নহে;—মহাভারতের

বুদ্ধ এবং রামায়ণের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহুকাল পরে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, হস্তিনা বর্ত্তমান মীরাটের সন্নিহিত কোনো স্থানে ছিল, এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ত্তমান নাম দিল্লী। ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস অযোধ্যা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থান-সমূহেই মহাভারত, রামায়ণাদি বর্ণিত কাহিনী-সকল ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ জাভা ও বালিদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করার কালেও পুরাতন নামের দ্বারাই নূতন দেশের স্থানসমূহের নাম রাখিয়াছিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মহাভারত ও রামায়ণের ইতিহাস-লীলা তাহাদের দেশেই অভিনীত হইয়াছিল। ভারতবাসীদের ন্যায় তাহারাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বুদ্ধের অভ্যুদয়ের অল্প দিন পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যসমাগম হইয়াছিল এবং এই সময়ের পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যগণের অবস্থিতির কি পুরাতত্ত্ব কি শিলালিপিসংক্রান্ত কোনোরূপ প্রমাণই পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগে ভারতবাসিগণ পশ্চিম-এসিয়ার অধিবাসীদিগের নামের মতন নাম গ্রহণ করিতেন। আড্ডারকালাম নামে একজন ঋষি ছিলেন। অথচ ঠিক এই নামেরই একজন প্রাচীন বেবিলোনিয়াল রাজার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

সিমিসিয়ানেরা এবং ফিজি ও শকগণ একবংশ-সম্ভূত। কাশীগণ এবং কেলাইটীগণ একজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোশালেরা কাশীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কোশীয়গণ আবার কলাইটদের আত্মীয়; এদিকে আবার কোশীয়গণের সহিত কাশীদের আত্মীয়তা আছে।

আফগান ও কাশ্মীরীদের সহিত হিব্রুদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; এবং তাহারা যে একই বংশজাত সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই আফগান ও কাশ্মীরীগণ কৃষ্ণসাগর ও কর্ম প্রদেশ হইতে আসিয়াছে।

বাঙালীদের কতক কৃষ্ণসাগর এবং কর্ম প্রদেশ হইতে আসিয়াছে; আর কতক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারা ফোয়েনিশিয়নদের জ্ঞাতভাই।

যে সমুদায় জাতি ককেসিয়ায়, পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং এসিয়াটিক তুরস্কে বাস করিত, ভারতবর্ষের গুর্জ্জর ও আভীরগণও তাহাদেরই বংশজাত।

ভারতের দ্রাবিড়গণ কোলচিস এবং তন্নিকটবর্ত্তী দেশ-সমূহ হইতে এ দেশে আসিয়াছে।

বেদে যে দাসাওদের কথা লিখিত আছে, তাহারা আর্য্যদের ন্যায় অন্যদেশের লোক এবং তাহাদের বাসস্থান ককেসিয়ায় ও এসিয়ামাইনরে ছিল। ইহাদের মধ্যে অনাস নামে এক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়; এতাবৎকাল নাসিকাহীন লোক বলিয়াই তাহাদিগকে ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বেবিলোনিয়াতে যে অনাসদের কথা আছে, ইহারা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এই যে, আর্ম্মেনীয়ার উত্তরে অনাদ নামক স্থানে উহাদের কোনো উপনিবেশ ছিল।

সুমেরিয়ান্ ভাষা যে উপাদানে গঠিত,

বেদের ভাষা এবং আর্য্যভাষাসমূহও সেই সমুদায় উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বালক-বীরগণ।—গত বৎসর ৫০ হাজার বয়স্কাউট ইংলণ্ডের সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জন্মভূমির সেবা করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাসমর স্কাউট-দের সেবার ক্ষেত্রের প্রসার বাড়াইয়া দিয়াছে। স্কাউটরা টেলিফোন ও রেলওয়ে-সেতু রক্ষা করিতেছে, রাজপথের প্রহরীর কার্য্য এবং ডাক বহনের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যুদ্ধের নানাবিধ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্কাউটদের দ্বারা একটি বিশেষ দল গঠিত হইয়াছে। যে-স্কাউট প্রত্যহ তিন ঘণ্টা হিসাবে ২৮ দিন স্কাউটের কার্য্য করিয়াছে, তাহারই সামরিক দলে প্রবেশের অধিকার হইয়াছে। ১৬ হাজারের অধিক পুরাতন স্কাউট ও স্কাউট-মাষ্টার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে।

স্কাউটদলের প্রতিষ্ঠাতা লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল সার রবার্ট বেডেন পাউয়েল বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের স্কাউট-কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

সংবাদ।

১। গত বর্ষে বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৯৫টি বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮,২৬৮। এই সকল বিদ্যালয়ে ৪৩৭,৯৭২টি শিক্ষার্থিনী বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।

২। গত "কেম্ব্রিজ সিনিয়র লোক্যাল" পরীক্ষায় "হাবলুল মাতিন" নামক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের কন্যা বেগম সুলতান নাম্নী এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বালিকা কখনো ইস্কুলে যায় নাই, গৃহে বসিয়াই ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, পাটীগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, শারীর-তত্ত্ব, স্বাস্থ্যনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু ও পারসী ভাষাতেও বালিকার অধিকার যথেষ্ট আছে। মুসলমান-বালিকাদিগের মধ্যে এই বালিকাই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

৩। কলিকাতাবাসী মুসলমান-মহিলা-গণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার্থ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মুসলমান-মহিলাগণের এক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমিতির প্রধান নায়িকা মিসেস মৌলবী আবদুল করিম, মিসেস মাহবুব আলি এবং মিসেস সামসুল উলাম কহলুদ্দীন, প্রিন্সেস আফসর জহান বেগম প্রভৃতি সহকারী সভাপতি ও মিসেস চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল এই সমিতির সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। লেডী কারমাইকেল মহোদয়া শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে ইংলণ্ডে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে গমন করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ৬ই এপ্রিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

৫। পার্লামেন্টের লর্ড-সভা ১৯১৫ সালের ভারতীয় আইনের সংশোধন করিয়া এই বিধি করিয়াছেন যে, ভারতের যে কোনো রাজ্যের রাজা ও প্রজাকে ভারতবাসীর প্রাপ্য যে কোনো পদে নিযুক্ত করা হইবে।

৬। মান্দ্রাজের পোর্টট্রাষ্টের চেয়ারম্যান তথাকার "মান্দ্রাজ মেইল" কাগজে নবাবিষ্কৃত একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটা ৪০।৫০ সের ওজনের ঘণ্টাপ্রাপ্তি-সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধমূর্ত্তিটি পিত্তল-নির্ম্মিত, উহার আকৃতি ব্রহ্মদেশীয়। কূপ-খনন-কালে সহসা এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

পান্থশালা।

পথিক! চলিছ কোথা কত দূরে কোন্ দেশে,
কেন বা দাঁড়ালে হেথা, অধরে মধুর হেসে?
একি পান্থ! একি ভ্রম! মহাপান্থ-শালে আসি
যেতে হ'বে কাজ সেরে, তাহা ভুলে আছ বসি?
এসেছ দু'দিন যদি, পথিক! পথিক সনে
দণ্ড দুই কাটাইয়ো পরিচয়-আলাপনে।
কোরোনাক অত্যাচার, অবিচার, রেষারেষি,
উভয়ে পথিক, আর কেহ নহে পরদেশী।
এক আসে, আর যায়, ইহাই বিধির লীলা,
সংসার কিছুই নহে, এ যে ভাই পান্থশালা।

---

* * কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে যখন যেরূপ কাগজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে পত্রিকা ছাপিতে হইতেছে। গ্রাহকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।—কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

৩৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 634. June, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৪ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জুন, ১৯১৬। } ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

রাজা রামমোহন।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে কটক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত)

বসন্তের সমাগমে নূতন পত্র বিকশিত হইয়া উঠে এবং শীত আসিলে তাহা ঝরিয়া যায়। জগতের নিয়মই এই—আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকে না। মানবও জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুর ডাক আসিলেই চলিয়া যায়। ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে এমন দিনে সাগর-পারে সাগরাম্বরা ব্রিটানীয়ায় এক-জনের জন্য মৃত্যুর ডাক আসিয়াছিল। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য ও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমরা সকলে এই স্থলে সমবেত হইয়াছি। এই স্মরণে শোক নাই, কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্মাবসানে চলিয়া গিয়াছেন; তাই এই শ্রাদ্ধবাসরে দুঃখ করিবার কিছুই নাই; আনন্দ করিবার এই আছে যে, তাঁহার মত মহৎ হৃদয়কে আমরা আমাদিগের মধ্যে পাইয়াছিলাম; গর্ব্ব করিবার এই আছে যে, তিনি আমাদিগের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; গৌরব অনুভব করিবার এই আছে যে, আমাদিগের দেশের এবং সেই-জন্যই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়াছি।

রাজা রামমোহনের জীবন বৈচিত্র্যময় এবং কর্ম্মবহুল ছিল। তাঁহার ৫৮ বৎসর জীবিতকালের মধ্যে তিনি যত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তখনকার দিনে আশ্চর্য্য-প্রকার শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। সকলের

অপেক্ষা বিস্ময়কর এই যে, পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে তিনি আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই অল্প-বয়সে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি সংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ ও তিব্বত-গমন এই সময়েই ঘটে। পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ভারতের নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিব্বত দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহা কি অল্প শক্তির পরিচায়ক? যে শক্তি এই অল্প বয়সে তাঁহাকে হিমগিরি লঙ্ঘন করিতে সাহস দিয়াছিল, সেই শক্তিই তাঁহাকে হিমগিরির অপেক্ষাও বিশাল, তাহার পুঞ্জীকৃত তুষাররাশির অপেক্ষাও কষ্টদায়ক কুসংস্কাররাশির বাধা ঠেলিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সত্য যাহা, সনাতন যাহা, তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কি বৃহৎ, কি অদম্য সেই শক্তি, যাহা শিলাবৎ কঠিন আচার-নিয়মের আবর্জ্জনার স্তূপরাশির মধ্যে লুক্কায়িত, অন্তর্হিতপ্রায় শিবসুন্দরকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—The body is the index of the soul. রামমোহনের সম্বন্ধে এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সুগঠিত ও দীর্ঘায়ত দেহ তাঁহার উন্নত মন ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচায়ক ছিল। তাঁহার বহিরাকৃতি যেমন সুন্দর, যেমন তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ছিল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনই সুন্দর, তেমনই তেজস্বী ছিল। রাজা রামমোহন শরীরে ও মনে 'রাজা' নামের উপযুক্তই ছিলেন। রাজা তিনি লোকের মনের উপর আধিপত্যে, রাজা তিনি চরিত্রের বলে, মনের দৃঢ়তায়, ভালবাসার গভীরতায়, করুণার বিশালতায়। মানবমনের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ খুব অল্প-লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তাই অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাকে রাজার রাজা, দেশাতীত এবং কালাতীত বলিয়া গিয়াছেন। আজ সেই দেশাতীত, কালাতীত রাজাকে আমরা দেশের মধ্যে, কালের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নমস্কার করি।

পিতৃকুলের বিষয়বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা এবং মাতৃকুলের জ্ঞানস্পৃহা, নিষ্ঠা ও তেজ একত্র সম্মিলিত হইয়া রামমোহনের মধ্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত বিষয়বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চপদ ও রাজসম্মান আনিয়া দিয়াছিল, স্বদেশের এবং স্বজাতির বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার শক্তি দিয়াছিল। দেশের উন্নতি-সাধনের নিমিত্তই রাজনীতি-কুশল সুদক্ষ রাম-মোহনের সাগরপারে যাত্রা। সে যাত্রার ফলে ভারতের মুকুট-মণি খসিয়া পড়িয়াছিল, ভারত তাহার অমূল্যের নিধি, হিতৈষী পুত্রকে হারাইয়াছিল।

মাতৃকুলের জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে বহুভাষাবিৎ ও বহুশাস্ত্রবিৎ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা শুধু তাঁহাকে জ্ঞানবান্ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই জ্ঞান অপরের মধ্যে বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়, অপরের প্রাণে এই স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবার বাসনায় তাঁহার চিত্তকে অধীর করিয়া

তুলিয়াছিল, দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছিল, রাজশক্তির সহায় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার তেজ তাঁহাকে সকল প্রকার বাধা ঠেলিয়া সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া, সত্যের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার নিষ্ঠা পবিত্র যাহা তাহা হইতে সকল প্রকার অমঙ্গল ও অপবিত্রতাকে দূর করিবার, এবং তাঁহার নিজ-শুচিতার মধ্যে তাঁহাকে শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক রাখিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা দিয়াছিল।

তেজে তিনি কুলিশ-কঠোর, কিন্তু করুণায় তিনি কুসুম-কোমল ছিলেন। তাই দেশবাসীর জন্য তাঁহার হৃদয় অজস্র মঙ্গল-কর্ম্মধারায় গলিয়া পড়িয়াছিল; এবং তাই নিগৃহীতা, দুঃখতাপিতা স্বদেশবাসিনীর জন্য তাঁহার রমণী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ-চিত্তে স্নেহ-করুণার বন্যা ডাকিয়াছিল। রমণীজাতির দুঃখ দূর করিবেন, তাহাদিগের মঙ্গলসাধন করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল এবং এই লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। তাই তাহাদিগেরই একজন আমি আজ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি, তাঁহাকে নমস্কার করি। আমরা যে তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন এই মনে করিয়া গৌরব অনুভব করি এবং কৃতজ্ঞতানম্র চিত্ত লইয়া তাঁহার উদ্দেশে শির নত করি। তাঁহাকে নমস্কার করি।

আজ সেই তিব্বতদেশীয় রমণীগণকেও এই সঙ্গে নমস্কার করি, যাহাদিগের সস্নেহ ব্যবহার, যাঁহাদিগের করুণ-দৃষ্টি ও নিপুণ সেবা রামমোহনের বৃহৎ চিত্তে রমণীগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁহাদিগের দুঃখনিরাকরণের জন্য বিপুল বাসনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ধন্য তোমরা, তিব্বত-রমণি! মাতৃত্বের বিকাশ ও মূর্ত্তি; ধন্য তোমাদের স্নেহ ও সেবা! যে তোমরা তোমাদিগের কার্য্য দ্বারা অজ্ঞাতের এবং জগতের এত বড় ও এত সুন্দর মঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

সমাজ-শাসনের নিষ্পীড়ন ও অত্যাচার হইতে রমণীকুলকে রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতিকে হীনাবস্থায় কেবলমাত্র ক্রীড়নক করিয়া রাখিবার জন্য সমাজ যত প্রকার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গুলির বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার লেখনীমুখে অগ্নিময়ী ভাষার স্রোত ছুটিয়া সকল অন্যায় বিধিকেই দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এক সতীদাহ নিবারণ ব্যতীত অপরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ দেখিয়া যাওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে মনে ভাবিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান্ হয়েন। কামনা অপেক্ষা নিবৃত্তি শ্রেয়স্কর, জ্ঞান-দান-দ্বারা স্ত্রীলোককে এই শিক্ষা দিয়া তাহাকে সহ-মরণরূপ আত্মহননের পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মল জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পরে ফলবতী হইয়াছিল, অদ্য তাঁহার এই

কার্য্যভার আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ইচ্ছাকে সফল করিয়াছেন, আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণ করি, নমস্কার করি।

নিপুণ কারিকরের হাতে হীরক যেমন সুন্দররূপে কর্ত্তিত হইয়া চতুর্দ্দিকের আলোক-রশ্মি আপনার সকল মুখ দিয়া গ্রহণ করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, বিচিত্র ও শোভন ভাবে বিচ্ছুরণ করে, সেইরূপ রামমোহনের হাতে তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা এরূপ মার্জ্জিত হইয়াছিল যে, উহা অর্জ্জিত শিক্ষাকে চরিত্রের তেজ ও নিষ্ঠার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া শোভন ও সুন্দর ভাবে বহির্জগতে ছড়াইয়া দিয়াছিল।

আজ রাজনীতিবিদ্ যিনি, তিনি তাঁহাকে আদর্শ রাখিয়া আপন পথে চলিতেছেন, তাঁহারই পথানুবর্ত্তন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইতেছেন। সাহিত্যিক যিনি, তিনি আজ তাঁহাকে আপনার অগ্রগামী ও বঙ্গসাহিত্যের প্রধান হিতৈষী ও সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতেছেন; সমাজ-সংস্কারক যিনি, তিনিও তাঁহাকেই নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছেন, তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে যে গোখেল ও গান্ধি জন্মিতেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে যে অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইতেছে, বিজ্ঞানমঞ্চে যে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দাঁড়াইতেছেন, সমাজসংস্কারের পথে যে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার জন্য আজ ধন্যবাদ দাও সেই রাজা রামমোহনকে; তাঁহাকে নমস্কার কর।

আজ যে ভাই ভগিনী হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছ, দেশের জঞ্জাল কাটাইয়া ফেলিবার জন্য, আজ যে স্বদেশের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে পারিতেছ, আজ যে উপনিষদের ঋষিদিগের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বন্দনাগান গাহিতে পারিতেছ, তাহার জন্য নতশির হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে নমস্কার কর।

দুঃখ করিবার কিছু নাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখ করিবার আছে, তিনি গিয়াছেন বলিয়া নহে, তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহারই মত সহস্র জীবন গড়িয়া উঠিবার অভাবে। ভারত তাহার মুকুটমণি হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার আশা ছিল, এবং আছে যে, এক মণির স্থলে তাহার মুকুটে শত মণি শোভা পাইবে। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তাই বলি, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃতকর্ম্মের যশে দীপ্তিমান্ হও, জননীর গৌরব বর্দ্ধন কর, দেশ এখনও অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারে আচ্ছন্ন; দাঁড়াও, হে সুধী, জ্ঞানের আলোক-হস্তে দাঁড়াও, দেশের এ অন্ধকার দূর কর, তাহার দুর্গতি মোচন কর। ধর্ম্ম ও সমাজ এখনও সংস্কারের প্রতীক্ষা করিতেছে, এস সংস্কারক, দুর্গম, বন্ধুর পথ বাহিয়া চলিয়া এস, কষ্টকর শ্রম দ্বারা জঞ্জাল সরাইয়া সত্য ও ন্যায়ের আসন প্রতিষ্ঠা কর। শোন তোমরা, হে কর্ম্মী, শোন তোমরা, অতীত হইতে রামমোহনের

কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিতেছে "স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নিশ্চেষ্ট বা অলস থাকিও না।"

আজ প্রাক্তবাসরে নববল লাভ কর ভাই, পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া সত্য যাহা, শিব যাহা, তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা লাভ কর। মনস্বিতা ও নিষ্ঠায় দীক্ষালাভ কর, ধ্রুবকে, কল্যাণকে আপন গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬

শীলা যখন মিঃ বসুর বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন সে দেখিল সেখানে কয়েকখানি গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ী যখন গাড়ী-বারান্দায় থামিল, তখন প্রভাতচন্দ্রের স্ত্রী বেলা দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শীলার হাত ধরিয়া সাদরে বলিলেন—

"এস ভাই, এত দেরি হল যে ?"

শীলা লজ্জিত হইয়া বলিল "কই আমি ত বেশী দেরি করি নাই, গাড়ী গেলেই এসেছি।"

বেলা "এসো একেবারে ড্রইং রুমে যাই, সেখানে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিস্ স্মিথ ও আর কয়েকজন আছেন। মিসেস ব্যানার্জ্জি আমাদের বহুদিনের পরিচিত, আমাদের আপনার লোকের মত। আমরা তাঁকে মাসীমা বলে ডাকি" বলিতে বলিতে ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলেন। শীলা দেখিল গৃহসজ্জায় গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিতেছে। সকল দ্রব্যই মহামূল্য ও সুন্দররূপে সজ্জিত। বারান্দায় সারি সারি বিলাতী তমাল বৃক্ষ বিলাতী চিনা মাটির টবে সজ্জিত। ড্রইং রুমের দ্রব্যাদিও যথাস্থানে সজ্জিত। মহামূল্য কার্পেট, এক পার্শ্বে বৃহৎ পিয়ানো। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি অটোম্যানে একজন বর্ষীয়সী মহিলা শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একজন যুবার সহিত কথা কহিতেছেন। অন্যান্য আসনে সমবেত পুরুষ ও মহিলা বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। শীলাকে সঙ্গে লইয়া বেলা অগ্রসর হইয়া যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই যে ছোট বাবু, এদিকে দেখ"।

যুবক বিস্মিতভাবে শীলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বেলা। শীলার প্রতি—"মিস মিত্র শীলা, আমার দেওর সুব্রত।" শীলা তাঁহাকে নমস্কার করিল। সুব্রতও সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া সম্মুখের আসন অগ্রসর করিয়া দিলেন। বেলা পুনরায় বলিলেন—"মিসেস ব্যানার্জ্জি—মিস মিত্র"—

মিসেস ব্যানার্জ্জি হাসিয়া শীলাকে পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল আছ ত মা ?" শীলা ভাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তাঁহার দিকে চাহিতেই তাহার প্রাণে যেন ভরসা হইল। এতদিন পরে তাহার মনে হইল যে, সে ইঁহাকে বিশ্বাস

করিতে পারিবে; ইঁহার নিকট যথার্থ সহানুভূতি পাইবে। সে তাঁহার নিকট বসিয়া মনে করিল যেন আপনার লোকের আশ্রয় পাইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তুমি কটকে কতদিন এসেছ? আমি একবার লক্ষৌতে গিয়া তোমাদের বাটীতে দুদিন ছিলাম। তখন তোমার মা ছিলেন, তুমি ছোট্ট মেয়েটি ছিলে।" শীলার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। অত লোকের মধ্যে একজনও যে তার বাবা ও মাকে চেনেন ইহা মনে করিয়া সে এত সুখী হইল যে, তাহার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমি আজ চার দিন হল এসেছি। বাবা আমার ছেড়ে সম্প্রতি পরলোক চলে গেছেন"—আর বলিতে পারিল না। অত লোকের সম্মুখে অতি কষ্টে সে মনকে সংযত করিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি "আমি শুন্‌লাম তোমার কাকা হিন্দু। তোমার তা'হলে সেখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়। আচ্ছা তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে থেকো। আমি একলাই আছি। মহানদীর ধারেই আমার বাড়ী। আমিও বড় একেলা। আমার মেয়েটিও ইহলোক ছেড়ে চলে গেছে। একটি নাতনীর বিয়ে হয়েছে, সে তার স্বামীর কাছে সিমলায় আছে। অন্যটি আমার জামাইয়ের কাছে আছে। তুমি এই শনিবারে আমার বাড়ীতে যেও। বেলা যাবে, সুব্রতও যাবে। এই যে সুব্রত! তুমি ওধারে কেন। এসে মিস্ মিত্রের সঙ্গে কথা কওনা, আর আমরা কেমন?" বলিয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। সুব্রতর মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় গৃহমধ্যে আরও কয়েক জন মহিলা আসিলেন। তন্মধ্যে দুই জন ইংরাজ মহিলাও ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া সকলকার সহিত সম্ভাষণ করিয়া যে যেখানে পাইলেন বসিয়া পড়িলেন। প্রভাতচন্দ্রের মাতা আসিয়া সকলকে মিষ্টবাক্যে সমাদর করিলেন। যেখানে দুজন ইংরাজ-মহিলা ছিলেন, সেখানে গিয়া বলিলেন "আপ্ আচ্ছা হ্যায়।"

তিনি ইংরাজী না জানিলেও ইংরাজ-মহিলাদের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন। ইংরাজ-মহিলারাও তাঁহার প্রসন্নমুখে ও সুমিষ্ট কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিজের হাতের মিষ্টান্ন, চন্দ্রপুলী, লেডিকেনি, সরের বড়া ইত্যাদি খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। একটী ইংরাজ মহিলা স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপ আচ্ছা আচ্ছা হ্যায়? আপকো বহু কাঁহা?"

প্রভাত চন্দ্রের মা "বেলা এ দিকে এস ত মা! মিসেস্ নরি তোমায় ডাক্‌ছেন।" এই বলিয়া তিনি শীলার কাছে গিয়া শীলার খুড়ীমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিসেস্ নরি বেলাকে বলিলেন "How do you do, Mrs. Bose?"

বেলা মৃদু কণ্ঠে—"Quite well, thanks."

বেলা সবে ইংরাজী কহিতে শিখিতেছেন। সকলকার সম্মুখে ইংরাজীতে কথা বলায় তাঁর ভারি লজ্জা। স্বামী বা দেবরের সম্মুখে কিছুতেই ইংরাজীতে কথা বলেন না। এদিকে

প্রভাতচন্দ্র চাহেন, যে বেলা খুব ইংরাজীতে কথা বলে। এমন সময় মিসেস্ লরির দৃষ্টি শীলার প্রতি পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"By Jove, what a beauty! Who is she, Mrs. Bose? Please do introduce me to her."

মিসেস্ লরিকে লইয়া বেলা শীলার নিকট গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"মিসেস লরি, মিস্ মিত্র শীলা"

মিসেস্ লরি।"Shilla, it is an English name. Very sweet name. Is she a new commer, any relation of you?"

বেলা নিরুত্তর, কারণ শীলার সম্মুখে ইংরাজী বলিতে লজ্জা। তাহা দেখিয়া শীলা একটু হাসিয়া উত্তর দিল "Yes, I am a new commer. No relation of her. A new aquaintance. I have seen her only yesterday".

মিসেস্ লরি শীলার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত রহিলেন। সুব্রত নিকটে দাঁড়াইয়া শীলার ইংরাজীতে কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই প্রথম দর্শনেই শীলার রূপে-গুণে তিনি বিমোহিত হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে স্থির জানিলেন যে, শীলা তাঁহারই হইবে। এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এত সম্মান, শীলা কি তাঁহার হইবে না?

এমন সময় বেহারা ট্রেতে করিয়া পেয়ালায় চা আনিল, রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ চিনি। অন্য এক বেহারা অন্য একখানি ট্রেতে নানা-প্রকার কাঁচের ও রৌপ্য পাত্রে নানাবিধ দেশী ও বিলাতী মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। প্রভাতচন্দ্র, সুব্রত ও বেলা সকলকে আহারীয় দ্রব্যাদি দেওয়াইতে লাগিলেন। প্রভাতচন্দ্রের জননী সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন ও বেলাকে বলিলেন, "বেলা সব খাবার ঠিক করে দাওত মা। চিঁড়ে ভাজা তুলো না, মিসেস্ লরি চিঁড়ে ভাজা খুব ভালবাসেন। এদিকে তোমার মাসীমাকে দাও। ঘরের খাবার গুলা যে কেউ নিবেন না। দাও তুমি পাতে তুলে দাও। এত কষ্ট করে করলাম, কেউ না খেলে হবে কেন? মিস স্মিথকে ওই কচুরিখানা দাওত।"

মিস স্মিথ মিশনারী মেম, তিনি বলিলেন "Excuse me please, let me have a plain Biscuit."

সুব্রত আনিয়া দিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "Thanks, that will do; এবং শীলাকে দেখাইয়া বলিলেন I shall be obliged if you kindly introduce me to her after tea. She has got such a sweet face. I like to know her, who is she?

চা পান শেষ হইলে সুব্রত তাঁহাকে লইয়া শীলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিস্ স্মিথ বলিলেন "I hope to come and call on you soon. Please let me know when it will suit you?"

শীলা চমকিত হইয়া উঠিল। সেই বাড়ীতে সে যে ভাবে থাকে, কাহারো সহিত দেখা করা সেখানে সুবিধার নয়। সে বুঝাইয়া দিল পরে সংবাদ দিয়া দিন স্থির করিবে।

তারপর চারিদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অবশেষে মেয়েরা বেলাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিল। বেলা ধীরে ধীরে গিয়া শীলাকে বলিলেন "আজ ভাই তুমি গাও। আমি মোটে ভাল গাহিতে জানি না, অল্প অল্প শিখ্‌ছি।" শীলা বুঝিতে পারিল না কি করিবে, পিতার মৃত্যুর পর সে বাজনায় হাত দেয় নাই। অথচ বাজনা স্পর্শ করিবার ইচ্ছাও হইতেছে। বাল্যকাল হইতে সে গান বাজনার মধ্যেই প্রতিপালিত। গাহিতে বা বাজাইতে তার লজ্জা নাই। সে ভাবিতেছিল কি করিবে। এমন সময় সুব্রত আসিয়া অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করে একটি গান শোনাইবেন আসুন।" সে উঠিয়া তাঁহার সহিত বাজনার কাছে গেল। কয়েকখানি গানের বই বাজনার উপরে ছিল, সে দু'এক খান বই লইয়া দেখিল। তারপর বই রাখিয়া দিয়া বাজনায় হাত দিল। তাহার হস্তের স্পর্শে বাজনা যেন পুলকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল, সে আপনার মনে বই না দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বাজাইয়া গেল। সকলেই বুঝিল কি সুন্দর স্পর্শ, কি মধুর বাজাইবার ক্ষমতা। সে ধীরে ধীরে গাহিল, ক্রমে তাহার কণ্ঠ সঙ্কোচ ভুলিয়া আপনার মনে উঠিতে নামিতে লাগিল, শ্রোতারা বিমুগ্ধ হইয়া শুনিল।—

"সাথে সাথে থাক তুমি নিখিল নির্ভর
দিবসের আলো নিভে যায়,
চারিদিকে অন্ধকার হয় গাঢ়তর,
থাক তুমি ঘিরিয়া আমায়।
দীনবন্ধু তুমি বিনা কে দেখিবে আর,
কে দিবে তাপিতে শান্তি সুধা সান্ত্বনার।

মানব-জীবন ক্ষুদ্র দুদিনে ফুরায়
ক্ষুদ্র ঢেউ নদীতে যেমন,
পৃথিবীর খেলা ধূলা ধূলিতে মিশায়,
হর্ষ জ্যোতি বিষাদে মগন।
আজ যাহা আছে কাল শুষ্ক ধূলিসার,
হে অনন্ত থাক নিত্য অন্তরে আমার।

চাহি না বারেক দৃষ্টি, সান্ত্বনার বাণী
থাক সদা হৃদয়-আসনে,
ভক্তের হৃদয়ে যথা দিবস রজনী
থাকিতে তেমনি সর্ব্বক্ষণে।
চির-পরিচিত প্রিয়, অসীম মহান্,
নহে ক্ষণতরে, এসো পূর্ণ কর প্রাণ।

এসনা দেখাতে ভয় হে রাজা আমার,
এস মোর জুড়াও হৃদয়।
তোমার শান্তির স্পর্শ, সুধা সান্ত্বনার
জুড়াইবে ক্ষত সমুদয়।
হও মোর দুঃখে দুঃখী দোষ ক্ষমা করি,
পতিতপাবন এস পতিতে উদ্ধারি।

আমি চাই সর্ব্বকাজে সকল সময়ে,
তুমি জেগো হৃদয়-কমলে,
পাপ প্রলোভনে আসে ছলিতে হৃদয়ে
তাহে যেন হৃদয় না টলে।
তুমি হও ধ্রুবতারা পথ দেখাইয়া,
আলো ও আঁধারে থাক জুড়াও এ হিয়া।

নাহি শত্রু হেন কেহ যারে করি ভয়
তুমি যদি কর আশীর্ব্বাদ,
দুঃখে আর নাহি ব্যথা অশ্রু ব্যথাময়
নহে, যদি থাক সাথে সাথ।

মরণে নাহিক ভয়, আর কারে ভয়,
হইব বিজয়ী লয়ে ও-নাম অভয়।
নিশি দিন থাক জেগে নয়নে আমার,
স্বপনে বা ঘুমে জাগরণে,
জালো জ্যোতি আলো করি ঘন অন্ধকার,
লও টানি উর্দ্ধে ও গগনে।
ধরণীর কালো ছায়া স্বর্গ সুপ্রভাতে,
যাবে দূরে যদি তুমি থাক সাথে সাথে।

গানটি যেন বাজনার সুরে সুরে কাঁদিয়া গেল। তার করুণ সুর সকলকার প্রাণ স্পর্শ করিল। গান শেষ হইল, তখন গৃহ নিস্তব্ধতা-পূর্ণ। সুব্রত কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, "আপনি কি সুন্দর গান করেন।"

শীলা বলিল, "আমার বাবা আরো ভাল গাহিতেন, তাঁর কাছেই আমার শেখা।"

গানটি সুদীর্ঘ বলিয়া আর কেহ গাহিতে অনুরোধ করিল না। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সেদিনকার মত সকলেই বিদায় লইতে উঠিলেন এবং উপস্থিত প্রায় সকল মহিলাই শীলাকে বলিলেন "আবার কবে দেখা হবে?"

মিসেস লরি যাইবার সময় বেলাকে বলিয়া গেলেন "Please bring her some day." মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "আমিত ঐ পথে যাইতেছি, আমি বাড়ী যাবার সময় শীলাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।" যাইবার সময় প্রভাতচন্দ্রের মা বলিলেন—

"আমি আবার শীঘ্রই আসিব, এবার সকাল হতে এসে থাকতে হবে।" সুব্রত তাঁহাদিগকে গাড়ী পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন ও বলিলেন—"আমি কাল সকালে আপনার কাকার সহিত দেখা করতে যাব। আশা করি, আপনার সহিতও দেখা হবে।" শীলা বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সে মিসেস ব্যানার্জ্জির সহিত গৃহাভিমুখে ফিরিল। নামাইবার সময় মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—

"আমি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ব। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ হবে। তোমায় শনিবারে নিয়ে যাব, শনিবারে গাড়ী পাঠাব, নিশ্চয়ই যেও।" শীলা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া পড়িল।

সে যখন ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার কাকা আহারে বসিয়াছেন। তাহার খুড়ীমা বলিলেন—

"এত রাত হল যে? ভাত খাবে কখন?"

শীলা। "আজ আমি আর খাব না, রাত হয়ে গেছে। আমায় মিসেস ব্যানার্জ্জি এসে রেখে গেলেন, কাল তিনি আস্‌বেন বলে গেছেন।"

তাহার খুড়ীমার বক্ষের রক্ত তপ্ত হইয়াছিল, কিছু বলিলেন না। রামলোচন বাবু খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া বলিলেন—

"সকলকার সঙ্গে আলাপ হল? সব লোক কেমন?"

শীলা। "বেশ ভালইত মনে হয়। এক দিনে কি করে জান্‌ব বলুন। আমার সঙ্গেতো সকলেই বেশ ভাল ব্যবহার করলেন।"

তাঁহারা নীরবে থাকিলেন দেখিয়া শীলা ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল এই তার বাসগৃহ, সে যেন বন্দী হইয়া রহিয়াছে। তাহার পিতা তাহাকে এত ভাল-বাসিতেন, তবে কেন তাহাকে এমন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি মাঝার

কথা নাই, একটু স্নেহের ভাব নাই। সে নীরবে আপনার ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে অমিয় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"দিদিভাই, এত দেরি? আজ আমি সারাক্ষণ সুপ্রকাশ বাবুর সহিত খেলা করেছি, তিনি কি ভাল। আজ আমায় এই ছবির বই দিয়েছেন দেখ।" এই বলিয়া একখানি সুন্দর ছবির বই বাহির করিল।

শীলা হাসিয়া বলিল "তোমার সঙ্গে তাহলে খুব ভাব হয়েছে।"

অমিয়। "কি সুন্দর ওবাড়ীর ঘরগুলি দিদিভাই, মাঝের হল সুধু শাদা পাথরের, এখানে বোধ হয় এমন বাড়ী কারো নাই, আর একটা ঘর ত ছবিতে ভরা, কত বই যে কি বলব, দিদিভাই, কাল আমরা আবার নদীর তীরে যাব, তুমি যাবে?"

শীলা। "তা কি করে হবে, সুপ্রকাশ বাবু আছেন।"

অমিয়। "তিনি ত আমায় বলেছেন, তুমি যদি এস, তোমায় বোটে করে একটু বেড়িয়ে আনব। আমি বল্লাম যে দিদিভাইকে নিয়ে আসব। তিনি বল্লেন, তা'হলে খুব ভাল হবে। বেশ ত দিদিভাই দুপুর বেলা যাব, কেমন।"

শীলা। "না তা হবে না, কাকা রাগ কর্ব্বেন, তবে নদীর ধারে যাওত আমি না হয় একবার যাব।"

অমিয়। "সেই ভাল; তুমি বসে থেক, আমরা নদীতে বেড়াব। সুপ্রকাশ বাবু কত গল্প জানেন, কত কত দেশের গল্প বল্লেন, তিনি বিলাত বেড়িয়ে এসেছেন তা জান?"

শীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "সত্যি, কিন্তু তিনি ত সাদা সিধে ভাবে থাকেন।"

অমিয়। "তবে তিনি খুব গরিব। কারণ দেখনি কাপড় চোপড় কেমন পরেন, আর আমারও কেবল বলেন, গরিব আমি কোথায় পাব। তাঁর বন্ধু তাঁকে এই কাজ দিয়েছেন, বোধ হয় টাকা পাবেন, তাই তাঁর বন্ধুর কাজ কচ্ছেন।"

শীলা। "যে বিলাত যায়, সে গরিব কি করে হয়?"

অমিয়। "আমায় বল্লেন, তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তা দিদিভাই, আজ কেমন বেড়িয়ে এলে বল্লে না?"

শীলা। "সে সব কাল গল্প কর্ব্ব, আজ রাত হয়েছে, লক্ষী যাও শুয়ে পড়গে।" অমিয় চলিয়া গেল, শীলা শয্যাতল গ্রহণ করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে গৃহিণী বারান্দায় বসিয়া আছেন, তাঁহার তামাক-পোড়া ফুরাইয়া গেছে, তাহাই প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে বামুন বৌ বসিয়া আছে। বামুন বৌ তাঁর বিশেষ বন্ধু, দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আসেন। দুজনে এ কথা সে কথা হইতেছিল, শীলার কথাই বেশী হইতেছিল।

বামুন বৌ। "হাঁগা দিদি, তা অত বড় মেয়ে সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ায়, কাল সেই দুপুরে গিয়ে রাত্রে এলো, তোমরা কিছু বল্লে না?"

গৃহিণী। "বল্‌বো আবার কি? ওখানে ওর বিয়ে হবে, ওদের বিয়ের আগে দেখা সাক্ষাৎ না হলে বিয়ে ঠিক হয় না, বর কনেতে আগে দেখা সাক্ষাৎ হয়।"

বামুন বৌ। "সাহেব বিবির মত বুঝি,

তা এক রকম ভাল। আমাদের যে যাকে পাচ্ছে গলা টিপে দিলেই হল। আমার শৈলির কি দশা হবে ভেবে পাচ্ছিনে, এই নয় উত্তরে দশে পড়লো, আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। এখানে ত জেতের ছেলে পাওয়া ভার, আবার দেশে যেতে হবে, কি উপায় হবে জানি না। তোমার ভাসুর ঝি দিবিা, ২০ বছরের মেয়ে, হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, বিয়েও কেমন বড় ঘরে হবে। তুমি না বলছিলে জমীদারের ঘর? তা তোমার ভাসুর বুঝি ঢের টাকা রেখে গেছেন।"

গৃহিণী। "ঢের আর কোথায়, মেয়ে যে সুন্দরী, দেখ্‌তে পাও না। মেয়ের মত রং, আর কি মুখ চোক। বড় ঘরে যে তাকে আদর করে নেবে। মেয়ে লক্ষ্মীও আছে।"

বামুন বৌ। "হাঁগা দিদি, তুমি ওঁর ছোঁয়া জল খাও?"

গৃহিণী। "রাম, রাম, আমি কেন ওর ছোঁয়া জল খাব? আমার গতরে কি ঘুন ধরেছে? ও নিজে এক পাশে রুটি খায়, আর সারাদিন অমির সঙ্গে থাকে। এই দুপুরে কে জানে কি কচ্ছে. বোধ হয় বাইরের ঘরে আছে।"

বামুন বৌ। "কই আমি ত আস্‌বার সময় কাকেও দেখ্‌লাম না, সব নিস্থতি, একবার ডাকনা দিদি তোমার ভাসুর ঝিকে, দুটো গান শুনি।"

গৃহিণী। "শীলা শীলা" বলিয়া বার কয়েক ডাকিলেন। শেষে বামুন বৌ নীচে উপর খুঁজিয়া আসিলেন, কোথাও পাইলেন না। তখন বামুন বৌ বলিলেন "কই নেই ত।"

গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুপুর বেলা অমিয়কে নিয়ে বাহিরে কোথায় গেল বুঝিতে পারিলেন না। সে কথা ভিতরে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। মুখে বামুন বৌর সহিত অন্য কথার উত্থাপন করিলেন ও গৃহ হইতে কিছু ফল তরকারী আনিয়া দিয়া বলিলেন "কাল প্রভাত বাবুর বাড়ী হতে অনেক ফল তরকারী দিয়ে গেছে, এইগুলি তুমি নিয়ে যাও, আমাদের বাড়ীতে কটাই বা লোক, কর্ত্তা ফল খান না, ভালবাসেন না। আর আমার এই পোড়া অম্বলের অসুখে কিছুই সহ্য হয় না।"

বামুন বৌ হৃষ্টচিত্তে সেগুলিকে বাঁধিয়া লইলেন ও অন্য কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন।

অমিয় শীলাকে লইয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইল। শীলা সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকে, তাহার নদীর ধারে আসিতে ভালও লাগিল। তদ্ভিন্ন তাহার যে সুপ্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহাতেও অনিচ্ছুক ছিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা নদীর ধারে আসিয়া দেখিল, তৃণশয়নে সুপ্রকাশ শয়ন করিয়া আছেন। সুপ্রকাশ তাহাদিগকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও শীলার প্রতি চাহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য যেন শীলার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শীলা মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিল। সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ভাল আছেন? কাল খুব বেড়ালেন, কেমন লাগ্‌ল?"

শীলা। "বেশ ভাল লাগ্‌ল, মিঃ বসুর মা বেশ লোক, তাঁর স্ত্রীও বড় ভাল। তাঁর দেবরও ছিলেন।"

সুপ্রকাশ। "কে, সুব্রত? তাঁর সঙ্গে আলাপ হল? তাঁকে কেমন লাগ্‌ল?"

শীলা তাঁহার এই প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া চাহিল, তাহার মুখে কোনও প্রকার ভাবের উদয় হইল না। সে বলিল "বেশ ত, কথাবার্তা বেশ। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কিন্তু সব চেয়ে ভাল, তিনি বড় ভাল লোক। আমার তাঁকে সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল। তিনি আমায় শনিবারে নিয়ে যাবেন বলেছেন।"

সুপ্রকাশ আনন্দের সহিত বলিলেন, "মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, তিনি এখানে একলা আছেন, না সুষমাও আছে।"

শীলা। "আপনি তাঁকে জানেন বুঝি? সুষমা কে?"

সুপ্রকাশ। "খুব জানি, সুষমা তাঁর দৌহিত্রী, সে তাহলে সুশীলের কাছেই সিমলায় আছে। আমি এসে পর্য্যন্ত তাঁদের সংবাদও নিতে পারি নাই"।

শীলা। "মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে আমার খুব ভাল লাগ্‌ল।"

(সুপ্রকাশ চিন্তিতভাবে) "তিনি খুব ভাল লোক।" তারপর অমিকে বলিলেন "কি বল অমি, নৌকায় যাবে?"

অমিয়। "দিদিভাই যাবেন না, বলছেন।"

সুপ্রকাশ। "আপনি যাবেন না সত্যি! কেমন সুন্দর নদী, আর কেমন বাতাস দিচ্ছে, একটু গিয়ে ফিরে আস্‌তে পারেন।"

শীলা বলিল "না আমি যাব না, আপনারা যান।" অমি সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বোট হাউসে একখানি সুন্দর নৌকা ছিল, আর দু'জন লোক সেখানে ছিল। তাহারা নৌকা টানিয়া দিয়া দাঁড় ধরিল। সুপ্রকাশ অমিকে বসাইয়া হাল ধরিলেন। অমি চিৎকার করিয়া ডাকিল "দিদিভাই এখনও এস, একটু বেড়িয়ে আসব বইত নয়।"

শীলা দেখিল দু'জন লোক, অমি আছে সে একা নয়, সে যদি লক্ষ্ণৌতে থাকিত সে যাইত, কিন্তু এখানে কোন মতে নয়। তাহার নদীতে যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল, তবু সে মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিল "না তোমরা যাও"। সুপ্রকাশের কিছু বলিবার ছিল না, একবার শীলার প্রতি চাহিয়া বোট ছাড়িয়া দিলেন। বোট কিয়দ্দূর ভাসিয়া গেল, যে দিকে স্রোতের মুখ, যাইতে বিলম্ব হইল না। কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা নৌকা ফিরাইলেন, তখনও শীলা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। দূর হইতে শীলাকে যেন একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। সুপ্রকাশের ইচ্ছা থাকিলেও অনেকক্ষণ সে দিকে চাহিয়া থাকা তাঁহার যুক্তিসঙ্গত মনে হইল না। এই মুহূর্ত্তের দেখাতেই তাঁহার মনে যথেষ্ট আনন্দ হইতেছিল। কিন্তু এ যে ক্ষণস্থায়ী, এ সুখ যে এখনই ফুরাইয়া যাইবে! না, তাহা কিছুতেই হইবে না, এই ভাবেই ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, পৃথিবীতে অর্থ বড় না প্রেম বড়। শীলাও নদীর ধারে চাহিয়াছিল। এই দু'তিন বার দেখা হওয়াতেই সুপ্রকাশ যেন তাহার চিরপরিচিতের মত হইয়া গেছেন। সে যেন অন্তরের সহিত তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছে। তাঁহারা নদীর ধারে ফিরিয়া আসিলেন। শীলা অমিকে বলিল "এইবার চল বাড়ী যাই।" অমিয় আনন্দের সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে যাইতে যাইতে এক উচ্চ বৃক্ষে কয়েকটা ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, না পারিয়া সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল

ও বলিল "এই ফুল তুলে দিন।" সুপ্রকাশ সেই ফুল তুলিয়া দিলেন। অমিয় তাহা লইয়া শীলার হাতে দিয়া বলিল "দিদিভাই এই ফুল নাও"। শীলার লজ্জায় মুখ আরক্ত হইল। ফুল লইতে গেল, কিন্তু কয়েকটা ধূলিতে পড়িয়া গেল। সুপ্রকাশ সেগুলি তুলিয়া, শীলার হস্তে দিলেন। মুহূর্ত্তের জন্ম একবার ত শীলার করে তাঁহার করস্পর্শ হইল। উভয়েরই মনে হইল, সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শীলা ও অমিয় বাগানের মধ্য দিয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সুপ্রকাশ সেই দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তারপর মনে মনে ভাবিলেন, অদৃষ্টের উপহাস ভিন্ন ইহা আর কি বলিব। যে মায়াজালে জড়িত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এতদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াইলাম, সেই জালেই এখানে জড়িত হইলাম। এই প্রণয়! একবার—শুধু একবার দেখিবার জন্ম প্রাণে এই আকুল আকাঙ্ক্ষা। একবার দেখিয়া এত স্বর্গ-সুখ। শীলা—শীলা, তুমি স্বর্গের দেবী, কেন তুমি আমায় দেখা দিলে, যদি দেখা দিলে তবে কি আমার হইবে না? দেখি ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া, আমার এই বুক-ভরা প্রণয়ের কি পরিণাম, তাই দেখি।

শীলা ও অমিয় যখন গৃহে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের ব্রাহ্মণ সে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল "খোকা বাবু, কো আড়ে যাইছিল, মা কেত্তে রিষা হউছন, চল আজ মার খাইব।" *

শীলা। "কেন গেলে অমি, আমি কেন গেলাম, তোমায় কত কথা শুন্‌তে হবে"।

অমি। "আমায় শুনতে হোক তাতে ক্ষতি নাই, তোমায় যেন শুন্‌তে না হয়।"

গৃহিণী তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিয়া আসিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন "শীলা তোমার একি কাণ্ড বাছা; দিন দুপুরে অত বড় মেয়ে, বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আজ আসুন তোমার কাকা, আমি বলে দেব। আমার বাড়ীতে এ সব পোষাবে না, তাই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি"। তৎপরে অমিকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া "লক্ষীছাড়া, দুপুর রোদে কোথায় গিয়েছিলি? দস্যি চার হয়েছে, ধিঙ্গি পদ পেয়েছেন। দিনরাত দিদিভাই, দিদিভাই করে নেচে বেড়াচ্ছেন, সাত কালের দিদিভাই"।

অমি চক্ষের জল মুছিয়া "আমায় বক মা, দিদিভাইকে কিছু বোলো না মা।"

গৃহিণী পঞ্চমে গলা ছাড়িয়া "দিদিভাইকে কিছু বোলো না,—কেনরে লক্ষীছাড়া বোলবো না। বড় দরদ হয়েছে দেখ্‌ছি। দিদিভাই তোর বড় আপনার হয়েছে? যারে বাড়া বেদিনী তারে বলে ভান, দূরহ শীঘ্র চলে যা।" শীলা জীবনে এমন প্রচণ্ডমূর্ত্তি কখনো দেখে নাই। এমন ভাষাও তাহার প্রতি কেহ কখনও প্রয়োগ করেন নাই। সে অমিয়কে তাহার মায়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোনও সুযোগ পাইল না। সে কি করিবে, ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল—

"গুটে বড়া সুন্দর বগিরে কেম গরি জনে কে আসিছন্তি"। * গৃহিণী স্তম্ভিত, শীলা দ্রুত-পদে উপরে চলিয়া গেল।

---

* খোকাবাবু, কোথায় গিয়েছিলে, চল মা রাগ করছেন, মার খাবে চল।

* একটা সুন্দর গাড়ীতে মেয়ের মত কে আসছেন।

মিসেস ব্যানার্জ্জি হাস্যমুখে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কই গো, মালক্ষী কোথায় ?"

গৃহিণীর তখন পরিধেয় বস্ত্রেরও অসামাল, মস্তকে কাপড় টানিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন "কাকে খুঁজছেন ?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি। "শীলা কোথায় ? আপনি বুঝি শীলার খুড়ী মা ? নমস্কার" এই বলিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন "আমি শীলাকে দেখ্‌তে এসেছি, কাল প্রভাতের ওখানে দেখা হয়েছিল। কাল প্রভাতেরা সকলে আমার বাড়ীতে যাবে। আপনি কাল সকালেই শীলাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবেন, বুঝ্‌লেন, প্রভাতের মাও বলে দিয়েছেন।"

গৃহিণী। "অমি যা শীলাকে ডেকে আন।"

অমি অপমানিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শীলাকে ডাকিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দিদিভাই শয্যায় পড়িয়া আছে, অমির পদশব্দে চকিতে উঠিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ভাই।"

অমি। তোমায় কে ডাক্‌ছেন।

শীলা ম্লানমুখে বলিল "চল যাই, তোমার কি খুব লেগেছে !"

অমি। "না দিদিভাই, তুমি কিছু মনে কোরো না, যা না বুঝে বলেছেন, তুমি না থাক্‌লে আমি একলা থাকতে পারব না।"

শীলা সস্নেহে তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন "লক্ষ্মীটি, তুমি দুঃখ কোর না, চল যাই।" শীলা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল এবং মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে গিয়া প্রণাম করিল। তিনি সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "কাল সকালেই যেও, তোমার খুড়ীমাকে বোল্‌তে এসেছি, কেমন সকালে যাবে ত ?" শীলা একবার খুড়ীমার দিকে চাহিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "যাব বই কি, আপনি যখন গাড়ী পাঠাবেন, তখনই যাব।" কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি উঠিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় রামলোচন বাবু আসিলে, গৃহিণী তাঁহাকে সকল কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, "ওকে বকা তোমার ভাল দেখায় না, ৩।৪ দিনে যার এত বন্ধু জুটেছে, সে কি তোমার ভরসায় আছে ? তুমি দেখ্‌ছি ও-ছহাজার টাকা খোয়াবে।"

গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানিনা বাবু, যাতে ভাল হয় তুমি তাই কর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়।

রোগি-চর্য্যা।

রোগ হইলে তাপমান যন্ত্রের বিশেষ আবশ্যক। ইংরাজিতে এই যন্ত্রটীকে থার্ম্মোমিটার বলে। (১) রোগীর শরীরের উত্তাপ, (২) নাড়ী, (৩) শ্বাস প্রশ্বাস, (৪) নিদ্রা, (৫) আহার, (৬) কোষ্ঠসারল্য, (৭) রোগী কি অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে, (৮) তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ—এই গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ৯৮ ডিগ্রি ৪ পইন্ট তাপ থাকিলে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝিতে হইবে। ইহাপেক্ষা ২ বা ৩ ডিগ্রি অধিক উত্তাপ উঠিলে সামান্য জ্বর, ৫ বা ৬ ডিগ্রি হইলে ভয়ানক জ্বর এবং ১০৭ ডিগ্রিতে বিপদের আশঙ্কা জানিবে। যদি ইহাপেক্ষা অধিক উত্তাপ উঠে, তবে জীবন সঙ্কটাপন্ন বুঝিতে হইবে। যদি স্বাভাবিক উত্তাপের দুই বা তিন ডিগ্রি কম উত্তাপ হয়, তাহা হইলেও ভয়ের কারণ থাকে। উত্তাপ উঠিলে জ্বর, এবং নামিলে নাড়ীচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। উত্তাপ লইতে হইলে রোগীর মুখ বা কক্ষদেশ হইতে লওয়াই বিধি।

স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৬৮ বার, স্ত্রীলোকের ৭২ বার, শিশুর ১২০ হইতে ১৪০ বার, এবং বৃদ্ধের ৫০ বা তদপেক্ষা অল্প বার স্পন্দিত হয়। জ্বরে হৃৎপিণ্ড দ্রুত এবং নাড়ীচ্ছেদে ক্ষীণ হইয়া যায়। নাড়ীর স্পন্দন দেখিতে হইলে ঘড়ি ধরিয়া দেখিতে হইবে। মিনিট হইতে আরম্ভ করাই উচিত।

নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখিতে হইলে এক হস্তে ঘড়ি ধরিয়া অন্য হস্ত রোগীর বক্ষে স্থাপন করিয়া হৃৎপিণ্ডের উত্থান ও পতন গণনা করিবে।

চিকিৎসকমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, রোগীর নিদ্রা গভীর হইয়াছিল কি না, অথবা রোগী অস্থির ছিল কি না এবং কতক্ষণ সে নিদ্রা গিয়াছিল। সুতরাং ধাত্রীর এ সকল বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে চিকিৎসককে উত্তর দিতে পারা যায় না। অথচ এগুলি জানা অত্যাবশ্যক।

রোগীর ঘর্ম্ম হইয়াছিল কি না অথবা তাহার ঘর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ ছিল কি না, প্রস্রাব এবং মলের বর্ণ কিরূপ, বমনে কিরূপ পদার্থ নিঃসৃত হইয়াছিল—এ সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। রোগী কিভাবে শয়ন করিয়াছিল, ধাত্রীর তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। ফুস্ফুসে রক্তসঞ্চয় হইলে রোগী রুগ্ন-পার্শ্বে শয়ন করে এবং সুস্থ দিক উপরে থাকে। উদরস্ফীতিতে রোগী উত্তান (চিৎ) হইয়া শয়ন করে এবং পদদ্বয় উঠাইয়া রাখে। যদি হৃৎপিণ্ড বা দুইটী ফুস্ফুস আক্রান্ত হয়, তবে রোগী ঠেসান দিয়া উপবেশন করিতে চায়।

রোগীর মানসিক অবস্থা রোগের উন্নতির বা অবনতির পরিচায়ক। খিট্‌খিটে হইলে বুঝিতে হইবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইতেছে। রোগী নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিলে রোগ বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসককে কয়েকটি বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়, যথা (১) উষ্ণতা এবং শৈত্য, (২) বিশ্রাম এবং অঙ্গচালনা, (৩) পথ্য ও ঔষধ, (৪) ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন, এবং (৫) মানসিক শক্তি।

মনে কর জ্বর হইয়াছে, শরীর অত্যন্ত উষ্ণ। তখন শীতলতা রোগীর অত্যন্ত প্রিয়; তজ্জন্য ঠাণ্ডার উপায় করিতে হইবে। এই সময়ে শীতল আহার, শীতল জলের ব্যবহার, আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বরফ দেওয়া, উষ্ণ শরীরে শীতল জল অভিষিঞ্চন করিয়া ব্রক্ষণ করা এবং গৃহের বায়ুকে শীতল রাখা কর্ত্তব্য। কি উপায়ে ইহা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বলা যাইতেছে। ঘরের অভ্যন্তরে বায়ুর গমনাগমন অপ্রতিহত রাখিতে হইবে, গৃহে সূর্য্যকিরণ আসিতে দিবে না, গৃহাভ্যন্তরে বড় বড় পাত্রে জল রাখিয়া উষ্ণতা শোষণ করিতে হইবে, যদি বহির্বায়ু উষ্ণ হয়, তবে গবাক্ষে বা দ্বারে আর্দ্র পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া বায়ু-সঞ্চালনকে শীতল করিতে হইবে। মস্তক উষ্ণ হইলে এবং রক্তস্রোত জন্য ধমনী আদি স্পন্দিত হইলে Ice bag, অথবা তদভাবে কাপড়ের মধ্যে বরফ রাখিয়া, মস্তকে রাখিতে হইবে। টাইফইড জ্বরে উদরের উষ্ণতানুভূতির জন্য অথবা অস্ত্রোপচারজনিত স্ফীতি নিবন্ধন অথবা অস্থি ভগ্ন হইলে বরফ উক্ত উপায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে।

শরীর শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে উষ্ণতা প্রয়োগের আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শরীরে রক্ত সঞ্চরণ নিয়মিত হইয়া থাকে। এই জন্য ভিতরে বাহিরে, বিশেষ স্থানে অথবা শরীরের সর্ব্বত্র উষ্ণতা প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক; উষ্ণতার নিম্নে অবস্থান করিলে উষ্ণতা প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণতার উদ্রেক করিতে হইলে উষ্ণ বায়ু, উষ্ণ জল, উষ্ণ পোষাকের আবশ্যক। বায়ুনলীর স্ফীতি অথবা শৈত্যাক্রমণে ধূম পান দ্বারা উষ্ণতা লাগাইতে পারা যায়।

শুষ্ক এবং আর্দ্র উষ্ণতার আবশ্যক হইলে গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে উষ্ণ করিতে পারা যায়। কাশি রোগে আর্দ্র উষ্ণতার আবশ্যক, সুতরাং গুড়গুড়ি বা হুকায় উষ্ণ জল ভরিয়া তাহাতে শীতল জল মিশ্রিত করিয়া কলিকার মুখে অগ্নি সংযোগ করণানন্তর নলটীকে মুখ দিয়া টানিলে আর্দ্র উষ্ণতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে কাশি নিবারিত হয়।

যদি কোন বিশেষ স্থানে উষ্ণতা লাগাইতে হয়, তবে ফোমেণ্ট বা পুল্‌টিস লাগাইলে যথেষ্ট হইবে। উষ্ণ জল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ জল শিরানিচয়কে শীতল করে। উষ্ণতা প্রয়োগের আরও এক উপায় আছে। বোতল উষ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া অথবা ইট গরম করিয়া আবশ্যকীয় স্থানের উপর রাখিলেও উষ্ণতা প্রয়োগ হইয়া থাকে। পদদ্বয় শীতল হইলে এইরূপ প্রথায় উষ্ণতা আনয়ন করা যাইতে পারে। উদরে শূল বেদনা অনুভূত হইলে এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রশস্ত জানিবে।

বিশ্রাম রোগীর পক্ষে অতীব হিতকর।

দূর-গমনে অথবা ক্লান্তি বোধ হইলে বিশ্রাম আবশ্যক। শরীরের অস্থি ভগ্ন হইলে বিশ্রাম ব্যতিরেকে তাহা জুড়িতে পারে না। মানসিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেই হইবে। যদি চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হয়, তবে অন্ধকার গৃহই প্রশস্ত ; কর্ণকে বিশ্রাম দিতে হইলে শব্দাদির অপগমতা চাই ; শারীরিক বিশ্রাম আবশ্যক হইলে অঙ্গচালনাদি হইতে দেওয়া উচিত নহে ; পাকাশয়কে বিশ্রাম দিতে হইলে অনাহারই প্রশস্ত এবং আত্মার বিশ্রামের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা আবশ্যক।

রোগাক্রান্ত হইয়া অথবা আঘাত লাগিয়া যদি কোন অঙ্গ কঠিন হইয়া যায়, তবে তাহার চালনা প্রয়োজনীয়। যাহাতে উক্ত অঙ্গের চালনা হয়, তাহার প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর দৃষ্টি থাকা উচিত। ঘর্ষণ দ্বারাও স্থানীয় অঙ্গের চালনা হইতে পারে।

রোগীর পক্ষে পথ্যই রোগমুক্তির প্রধান উপায়। পথ্যবিহীন হইলে শত ঔষধেও কিছুই করিতে পারে না। রোগীর কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে শুশ্রূষাকারিণীর অভিজ্ঞতা থাকা চাই। শক্তিহীন হইলে বলকর আহারের আবশ্যক। অস্ত্রোপচার বা জ্বরে তরল খাদ্যই প্রশস্ত ; অতি-ক্লান্তিতেও তরল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনায় লবণহীন এবং শীতল-গুণ-যুক্ত আহার প্রশস্ত। ডিপ্‌থিরিয়া বা কণ্ঠনলি-রোগে যখন গলাধঃকরণ কঠিন হয়, তখন তরল আহারই উপযোগী। বাত-রোগে শাকশব্জি এবং ফল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, মাংস না দিলেই ভাল হয়, সুরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তরল খাদ্যই প্রশস্ত।

শরীরের কোন স্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যদি অহিতকর হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ধ্বংস করিবার আবশ্যক হয়। যে অঙ্গ অনাময় হইবার নহে, এবং যাহা থাকিলে প্রাণহানি হইতে পারে, তেমন স্থান কাটিয়া ফেলাই উচিত।

বাহিরের কোন বস্তু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাহার নিষ্ক্রামণ আবশ্যক। মনে কর, কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহাকে যদি বাহির না কর, তবে কষ্ট অধিক হইতে পারে। এরূপ স্থলে তাহার নিষ্ক্রামণই প্রশস্ত। লোকে বিষ খাইলে তাহাকে বমন করানই বিধি।

মানসিক শক্তি রোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রোগীর যদি ধারণা হয় যে, সে রোগমুক্ত হইতেছে, তবে আরোগ্যলাভ ত্বরিত-গতিতে হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত চিন্তায় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব রোগীকে ভরসা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কখনও তাহার নিকট রোগাধিক্যের কথা কহিও না, কারণ তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রোগীর গৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। সে গৃহে অধিক আসবাব থাকা উচিত নহে। গৃহে বায়ু-সঞ্চরণে যেন কোনরূপ বাধা না ঘটে। হাওয়া খেলিতে না পাইলে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া যায়। গৃহে সূর্য্যকিরণ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত থাকা উচিত। উত্তর-দিকের গৃহে রোগীকে কখনও রাখিবে না। শীতকালে দক্ষিণ দিকের গৃহ উত্তম জানিবে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অথবা পূর্ব্বদিকের কামরা হিতকর। কামরা যদি উষ্ণ থাকে, তবে জ্বরের বৃদ্ধি এবং রোগীর চাঞ্চল্য অধিক হয়। প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণ

প্রাণদ ; সুতরাং স্বর্ণাক-কিরণ যাহাতে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা করা উচিত। মধ্যাহ্ন সমাগত হইলে যখন সূর্য্য-কিরণ প্রখর এবং উত্তাপ অধিক হয়, তখন গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিবে। অপরাহ্নে সূর্য্য-রশ্মি ক্ষীণ হইলে গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই সময় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত রোগী গল্প করিতে পারে।

রোগীর গৃহে কোনরূপ শব্দ হওয়া উচিত নহে। বাহিরের শব্দও যাহাতে গৃহে না যায়, তদ্রূপ করা উচিত। রাত্রে যদি নিদ্রা গভীর হয়, তবে রোগের আশু উপশম হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহ বাটীর উপরে হওয়া উচিত, কারণ উপরে রন্ধনশালার পাকের শব্দ যায় না। এতদ্ভিন্ন রোগীর সান্নিধ্যও অহিতকর বলিয়া উপর তালার রোগীর গৃহ হওয়াই বিধি। এরূপ হইলে নিম্নতালার ব্যক্তিগণের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

রোগীর গৃহে শয্যা, জলপাত্র, থার্ম্মোমিটর, গামছা, এবং চেয়ার থাকা কর্ত্তব্য। রোগীর বিছানার চাদর যথেষ্ট উষ্ণ হওয়া উচিত, পরন্তু তাহা যেন হাল্কি হয়।

বাতজনিত জ্বরে অথবা বাতরোগে কম্বলের শয্যাই প্রশস্ত। এরূপ ক্ষেত্রে বিছানার চাদর না হইলেই ভাল। কারণ বিছানার চাদর পরিবর্ত্তন করা কষ্টকর এবং সূতার শয্যায় শয়ন করিলে রোগী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পুনরায় শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। রোগীর শয্যার চাদর প্রত্যহ ধৌত করিয়া দিবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। গরম জলে শয্যা ধৌত করাই প্রশস্ত।

রোগীর পরিচ্ছন্নতার বিশেষ আবশ্যক। আর্দ্র গামছা দ্বারা শরীরকে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। জ্বর হইলে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং দাঁতে এক প্রকার হরিদ্রাভ পদার্থ জমিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে এবং দাঁত মাজিবার জন্য কিঞ্চিৎ লবণে তৈল সংযুক্ত করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা যেমন মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়, তেমনি দন্তও পরিষ্কার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহা দ্বারা মুখের বিস্বাদ দূরীভূত হয় এবং আহারে রুচি হইয়া থাকে। কেশে সামান্য গ্লিসারিণ দিয়া ঘসিলে মস্তকে খুস্কি জন্মিতে পারে না। রোগীর গৃহে ভোজ্যবস্তু রাখিবে না। যখনই রোগীকে আহার দিবে, তখনই এরূপভাবে দিবে যেন তাহা দেখিবামাত্রই রোগীর আহারে ইচ্ছা হয়। আহার অধিক না দিয়া অল্প দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। জৃম্ভণ ক্লান্তির পরিচায়ক হইলেও ভোজনেচ্ছার পরিজ্ঞাপক। রোগী যখন আহার করিবে, সে সময়ে যেন কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে। কারণ, তাহাতে আহারের বাধা হইয়া থাকে।

রোগী কোন্ পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল, তাহা ধাত্রীর জানা আবশ্যক। কারণ ইহা দ্বারা বেদনা সম্বন্ধে অল্পাধিক অনুমান করা যাইতে পারে। সর্ব্ব-সময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে গাত্রে ক্ষত হইয়া থাকে। এই ক্ষত যাহাতে না হইতে পায় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। স্পিরীট এবং জল দিয়া ধৌত করিলে শরীরে শয্যাক্ষত হইতে পারে না।

ঘাম হইলে রোগী দুর্ব্বল এবং তাহার

ফুস্‌ফুস্‌ শক্তি-হীন হইয়া পড়ে। সুতরাং রোগ আরোগ্য হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত রোগীকে সাবধানে থাকিতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ও গীত তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবে। ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হউক বা না হউক স্বরযন্ত্রকে ক্লান্ত করা রোগীর পক্ষে অবিধেয়, কারণ তদ্দারা স্বরভঙ্গ-রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। ডিপ্‌থিরিয়া রোগে রোগী শারীরিক শক্তি-হীন হয় বলিয়া সকল প্রকার ক্লান্তিই তাহার পক্ষে অহিতকর। বসন্ত-রোগে চক্ষু আক্রান্ত হয়, সুতরাং রোগীকে অন্ধকার-গৃহে রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রোগী সুস্থ হইলেও কিছু দিন ধরিয়া তাহার পক্ষে পুস্তক-পাঠ অথবা ক্ষুদ্র বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখা নিষিদ্ধ। যাহাতে গাত্রে বায়ু না লাগিতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। বাত-জনিত রোগে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয় এবং সামান্য কারণেই ক্লান্তি-বোধ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা হৃৎপিণ্ড-স্পন্দনের রোগ জন্মিতে পারে।

রোগ নানা প্রকার, সুতরাং অবস্থা-বিশেষে বিধানও নানা প্রকার হইয়া থাকে। রোগীর জন্য বাহ্যিক যে সকল বস্তুর আবশ্যক হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রী হেমন্তকুমারী দেবী।

আপন ঘরে।

পুণ্য-প্রভাতে নয়ন মেলিনু
তোমায় প্রণাম ক'রে,
দিবস আমার স্মরণীয় আজ,
কাটিল হরষভ'রে!
স্বচ্ছ একটী প্রীতি নিরমল,
হৃদয় হইল শান্ত,
ভ্রাতৃত্বের আজ হ'ল পরিচয়,
ঘুচিল ধারণা ভ্রান্ত।

বুঝিনু প্রভু! তোমার জগৎ,
নহেক পঙ্কিলময়,
র'য়েছে মানব মানবেরই মত
প্রেম-প্রীতি-করুণায়।
ভ্রান্তি করিয়া ভ্রমিলাম কত
হেথায় সেথায় ক'রে
আজি দেখিলাম ঈপ্সিত হৃদয়,
র'য়েছে আপন ঘরে।

মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণ।

মুসলমানদিগের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ। যে মুর্শিদাবাদ প্রাচীন কালে নন্দন-কানন ছিল, আজ তাহা অরণ্য-বিশেষ। পূর্ব্বে যাহা লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, আজ তাহার সমস্তই বিলীন হইয়াছে, আজ তাহা দর্শকের ক্ষোভের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি পুণ্যসলিল-গঙ্গাতীরবর্ত্তী যে রাজপ্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা মুসলমানদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে।

নবাব-Palace-এ প্রবেশ করিতে হইলে

নবাব-বাহাদুরের সেক্রেটারীর নিকট হইতে Pass লইতে হয়। যদি প্রবেশ করিবার অনুমতি পাওয়া যায়, তবেই প্রবেশ করিতে পারা যায়, নতুবা নহে। আমরা নবাবের সেক্রেটারীর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলাম। একজন রাজ-কর্ম্মচারী পথ-প্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার পথেই দুই পার্শ্বে, এক দিকে একটী কৃত্রিম গণ্ডার ও অপর দিকে একটী কৃত্রিম কুমীর, উভয়েই যেন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই ভাবে রক্ষিত। সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে কত রং-বে-রঙের ছবি, ফটোগ্রাফ; এ সকল কত কালের পুরাতন, কিন্তু দেখিলে নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় Mysore war, Burial of Sir John Moore, এবং নবাবের আত্মীয় স্বজনের চিত্র-সকল প্রাচীরের গায় বিলম্বিত। দালানের পর দালান, কক্ষের পর কক্ষ, কত যে অতিক্রম করিয়া গেলাম তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একটি দালানের প্রাচীরের গায় বর্ত্তমান নবাবের তৈল-চিত্র দেখিলাম। তাঁহার বাল্যের এবং যৌবনের চিত্রও দেখিলাম। বর্ত্তমান যুবরাজের চিত্রও তথায় দৃষ্ট হইল। দালানের উভয় পার্শ্বে কত সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি glass-case-এর মধ্যে সুরক্ষিত। দেখিয়া চক্ষু সার্থক হয় বটে, কিন্তু হাত দিবার অধিকার নাই; কারণ পাছে অসাবধানতা বশতঃ হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আর একটী দালানে নবাবের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিত্র। একটী কক্ষ দেখিলাম, সেখানে বেগমদিগকে লইয়া নবাব আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা, নৃত্য প্রভৃতি করিতেন। সেখানে কয়েক রকম বাজনাও দেখিলাম, কক্ষতল সবুজ মক্‌মল-দ্বারা আবৃত। নবাব বেগমদিগকে লইয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিতেন, সে স্থানও দর্শন করিলাম। নবাবের Dining Hall দেখিলাম, সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রায় ২০০।২৫০ জন এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারেন। চারিদিকে দর্পণ; সেই ঘরে প্রবেশ করিলে চারিদিকে নিজের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়। ইহার পর নবাবের লাইব্রেরীতে (পাঠাগারে) ঢুকিলাম। বাঙ্গলা, ইংরাজী, ফরাসী, হিব্রু, পারসী প্রভৃতি অনেক রকম বই দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। কোরাণ একখানি কত বড় গ্রন্থ; সেই কোরাণকে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা, তিন, পাঁচ ও সাত পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে; এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া লেখা যে, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ধনাগার দেখিলাম, সেখানে কত রকম হীরা! শুনিলাম, নানা দেশ হইতে জহুরীরা নবাবের কাছে হীরা পরীক্ষা করিতে আসে। আর একটী ঘরে ঢুকিলাম, সে ঘরটী শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত, গোলাকৃতি। উপরে দেওয়ালের গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালি-কাটা গবাক্ষ, তাহার ভিতর দিয়া আলো আসিতেছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কক্ষটী আলোকিত। সেই ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া এত আরাম হইল বলিবার নহে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালের দিনে ঘরটী বড়ই আরাম-প্রদ। গৃহটী বরফের ন্যায় শীতল। একটী লাল মক্‌মলের আস্তরণ পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর তাকিয়া, বালিস প্রভৃতি রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত লাল